বিমানিকা

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন

মূল্য ১৷৷০

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং

১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য

৺শ্রীশ্রীব্রজকুমার সেন

পিতৃদেব—নিত্যানন্দময়েষু।

যিনি

সন্তানের কবিতার সর্ব্বপ্রধান সমঝদার ছিলেন,

সন্তানের কবিতা পাঠ করিতে করিতে

যিনি

পরম দয়ায় ও অপরিসীম স্নেহপক্ষপাতজনিত শ্লাঘায়

সাশ্রুনেত্রে, গদ্‌গদ কণ্ঠে

বলিয়া উঠিতেন—

"বাবা তোমার এ' কবিতা ত মানুষে বুঝিবে না"

সেই

অমৃতধাম প্রাপ্ত

নিত্য বালকবৎ সরল, কবিপ্রাণ,

অফুরন্ত বাৎসল্য ভাণ্ডার পিতৃদেবের

আনন্দস্বরূপের উদ্দেশে

অকৃতী সন্তানের

এই

অকিঞ্চন শ্রাদ্ধ পুষ্পাঞ্জলি।

বিজ্ঞাপন

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই গ্রন্থের ছয়ফর্ম্মা মুদ্রিত হওয়ার পর নানা-কারণে মুদ্রণ ব্যাপার স্থগিত থাকে। তখন ব্যোমসঙ্গীত নামই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

উহা বর্ত্তমান নামে এবং স্থানে স্থানে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

আমার প্রুফপরীক্ষার অযোগ্যতা গতিকে কতিপয় ভুল অজানিতে রহিয়া গিয়াছে; আশা করি, উহাতে অর্থ-গ্রহের ব্যাঘাত ঘটিবে না। ইতি।

কলিকাতা,
১০ই আশ্বিন, ১৩৩১ সন।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন

সূচী

বিমানিকা

পবমান সাম।

(১)

বাজে রিনি-ঝিনি শিঞ্জন!
কালোবরণীর—অমা যামিনীর
হৃদয় ধমনী গুঞ্জন!
আসিছে কি ওই আকাশ ছাপিয়া
গভীর নীলিমা-নন্দন
কোটী কোটী দূর দূরান্ত হ'তে
জ্যোতিঃ-আত্মার স্পন্দন?
জীবের জীবন স্তবধিয়, যেন
জগৎ-জীবন-কম্পন—
বাজে রিনি-ঝিনি শিঞ্জন!

(২)

বাজে ঝিমঝিম নিক্কণ!
· আকাশের ওই স্তব্ধতানীরে
কারা উলঙ্গ নাহিছে গভীরে!

দেখাইয়া মুখ ফুট' ফুট' করি
ফোটা' ফুল যেন রঙ্গন !
কুন্তলা কা'রা কবরী খুলিয়া
নীলিমাসলিলে দিয়াছে ঢালিয়া !
ব্যোমসিন্ধুর মুকুতা-শুকুতা
খুঁজিছে কাহারা তন্মন ?
বিমান ভাসায়ে ফেনা দুধ ধারে
সেই দেবী গেছে দীপ্তি আকারে
—এ পার হইতে গেছে ওই পারে
তারে তারে পদ করি অর্পণ—
তারি চরণের মণি-মঞ্জীর
বাজিছে কি ওই সুরে ঝিল্লীর,
ভুবনে ভুবনে প্রাণ-তন্দ্রার
তারে জাগাইয়া মন্থণ !
বাজে রিমঝিম নিক্কণ !

(৩)

বাজে ঝীম-ঝীম মন্ত্রণ !
কালো বরণীর—অমা-যামিনীর
চিত্ত পুরঞ্জন !
সৃষ্টি-আসরে গাহে বৈখরী

পরি' পেশোয়াজ নীল-অম্বরী
অনাহত তালে সুমহৎ !
তারি সাথে ওকি সুর মন্দ্রিয়া
ধরণী করিছে সঙ্গৎ !
আঁধারের মহা মিলন-বাসরে
ছুটি ছুটি যেন কাণাকাণি করে
কোটি কোটি ওকি জ্যোতিরিঙ্গন !
আজি হিয়া মোর বিন্দু-দুয়ারে
আড়ি পাতিয়াছে সৃষ্টি আগারে !
আড়াল হইতে ওই আসে কি রে
কমলবিলাসী গুঞ্জন !
চিত্তের তারে শিঞ্জন !

(৪)

রিনিকি ঝিনিকি বাজে রে !
কালো ধরণীর—বিশ্ব নারীর
চিত্ত পুরীর মাঝেরে !
সীমারে হারায়ে ভুবন ভরায়ে
ব্যোম সঙ্গীত উৎস ছুটায়ে
শননে রণনে চিক্কণ !

লোকলোক হ'তে কবির পরাণ
গাহে তারি সাথে সঙ্গতি গান—
সাম যজু ঋকে নিক্কন !
কোটি তারকার রশ্মির তারে
ধরি' আকাশের বড় বীণাটারে
কে বাজায় ওই ? সঙ্গতে তারি
ধরণী হৃদয় উজাড়ে !
জীবনের গীতি স্তব্ধ করিয়া
জগতের গীতি গুঞ্জারে !
অশব্দ গীতি বিশ্বগীতির মাঝারে !

৭ । ১০ । ১১

বিমানিকা।

মেঘনা।

কবিতা আমার মেঘের মতন হোক!
—আগুনে বারিতে ধ্বনিতে পূরিত হোক!
মেঘের কণ্ঠে গরজিয়া শ্রুতি-পথে
কবিতা আমার জাগাক বিশ্বলোক!
বজ্রগরজে অতীত মহিমা গাহি,
অশ্রুতে গলি আজিকার দশা চাহি,
বিজলী ঝলকে উজ্জ্বল ভাবী ধরি,
—ত্রিতন্ত্রী ধারা পরাণরাগিণী-ঝরী।

কবিতা আমার মেঘের মতন হোক—
শুচি রুচিময় শান্ত বিরজ হোক!
সাম যজু ঋকে জগগীতি-সঙ্গতে
কবিতা আমার হউক পুণ্যশ্লোক!
ধুলি কর্দ্দমে কলুষে হৃদয় যার,
আঁধারে আনায়ে ফাঁফড়ে পরাণ যার,
অকুলে পাথারে কাতরে যাহার মুটি
কবিতা আমার হউক তাহারি খুঁটি!

❋ বিমানিকা ❋

কবিতা আমার মেঘের মতন হোক !
ধরা-পূজাফুল গগনের পীঠে যেন
দীপ্তি, সুষমা, মধু সৌরভে হেন
দেবতা চরণে নিয়ত ফুটিয়া রো'ক !
সবাই বুঝুক ওইটি পূজার ফুল
ছুঁইতে ছিঁড়িতে ধরিতে গেলেই ভুল !
দেবমন্দিরে পশিয়া পূজারী যারা
উহার সুবাস আভাস পাইবে তারা !

কবিতা আমার মেঘের মতন হোক !
সবিতার জ্যোতি-ভাস্বর ভাবরথে
ধরা-আকাশের মধ্য বিমান পথে
কবিতা আমার আরতি আহুতি হোক !
বিদ্যুৎ-ভাসা ভাবার প্রকাশ রাগে
মনের নয়নে যে টুকু ঈবাড়া লাগে
সে টুকু আভাসি পরমে ব্যোমের নীরে
কবিতা আমার ধেয়ানে নিবুক ধীরে !

৩০।৫০।০৬

অভিমুখে।

নিঝুম নিশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু ধরণী,
চলেছে আকাশ জুড়ি' ঘন তারা বাহিনী!
চোখে চোখে চেনাচেনি সহোদরা সবাতে—
অদিতি গরভ-সুতা জ্যোতি-পূতা আভাতে!
"উৎসুকে, উৎসব বেশে" ডাকি ভাষে ধরণী
"কোথা যা'স, যা'স তোরা ভগিনী?"

হেসে কহে তারাগণে "কি পুছসি ভামিনী!
এখনো তোমার দেশে ডাক সেই পশে নি?
মহাঘটা মহোৎসব—অমৃতেরি লুট সে—
আলোকের সদাব্রত জনকের আবাসে!
চলেছি সাজিয়া সুখে মোরা যত ভগিনী;
যাবি কি—যাবি কি তুই ধরণী?

"চলিয়াছি হাতে-হাতে ছায়াপথে সকলে—
পিতা মুখে হাসি যেথা ঘন হয়ে উথলে!

❋ বিমানিকা ❋

আলোকের বুড়া হাসি অসীমের বয়ানে
তারাদের হিয়া যেথা সাঁতারিছে বিমানে !
চলিয়াছি বহুদূরে—পারাবারে ভগিনী,
যাবি কি—যাবি কি সাথে ধরণী ?

"চলিয়াছি সাগরে সে—ফেনারাশে ও'পারে
পুঞ্জিত থরে-থরে আলোকের পাহাড়ে !
সুধাসিন্ধু ফেনরাশি—সীমাহীন সুধা সে,
দহিছে ভুবন হিয়া নিতি যারি পিয়াসে !
আভাসে হৃষিতা তুই হৃতমতি ভগিনী ;
যাবি কি—যাবি কি অয়ি ধরণী ?

"চলিয়াছি সেই দেশে, পথে পথে দেশে যে
পিতার চরণে তারা ধুলা হয়ে পরশে !
বেয়াপি অনাদি কাল সীমাহারা আকাশে
প্রণবের সুরে বাজে অনাহত ভাষা সে !
লোকেলোকে ভবেলয়ে বাজে মহা রাগিণী !
যাবি কি—যাবি কি অয়ি ধরণী ?

ছুটিয়াছি মোরা সবে সাগরে সে, দেশে সে—
জীবনে মরণ যেথা সুধা হয়ে গরাসে !
নীলিমার নীল যেথা খুলি' পড়ে আপনি—
গলে যায় আলোকের লীলা মাঝে ভগিনী !
যাবি কি—যাবি কি তুই ধরণী !"

১৭।২।১২

আকাশ।

ভাবের আধার, অহে ধ্বনির আধার,
মনের আধার, অহে মৌনের আধার,
বিপুল এ' বিশ্ববীচি মরীচি আধার,
আমা' হতে জনমিয়া আমার আধার!
প্রশান্ত গভীর অহে স্নিগ্ধ মহিমা,
সীমা তব জানি শুধু নয়নের সীমা!
অমেয় অসীম, অহে গভীর গহ্বর,
চেয়ে আছ ভবজীব-জীবন উপর!

বিপরীত কালো তুমি আলো চিরদিন,
ভিত্তিহীন স্থিতি তুমি পরিধিবিহীন!
কোথা পথ, কোথা দিশা পুরে পশিবার?
কোথা সীমা, খুঁটি কোথা মুটি কষিবার?
অর্ব্বুদ হেঁয়ালিমালা বিশ্বের আকারে
জমাইয়া, বিনাসূতে ঘুরাও হুঙ্কারে
বাল্যলীলা-পর তুমি, পাগলের পারা
উড়াইয়া রেণুধূলি শশী সূর্য্য তারা।

✳ বিমানিকা ✳

হে সর্ব্ব দেবের আদি, সহস্র নয়ন,
মনুষ্যের গুরু তুমি সত্য সনাতন,
যুগে যুগে জড়তার অন্ধগুহা হ'তে
লইয়া চলেছ তারে আলোকের পথে !
প্রথম বিস্ময়-ভূমি জ্ঞান-মূর্চ্ছনার !
প্রথম অলোক তৃষ্ণা ভাব-বেদনার !
দিতে দৃষ্টি মনের শিখরে দাঁড়াইয়া,
মাটি হ'তে স্বর্গমুখে ললাট তুলিয়া !

হে মিত্র-বরুণ, পূষা, অতনুভীষণ,
নরের হৃদয়ে কর সান্ত্বনা বর্ষণ !
সকল দেবের দেব প্রথম পূজার,
প্রথম আলোক তৃষ্ণা প্রথম দীক্ষার,
নিত্যমুক হে দেবতা ভুবনের দ্বারে,
লহ তারে, লহ তারে আলোক অপারে !
হিয়ায় শেখাও তব স্তব্ধতার সুর,
জীবন তোমারি রসে কর' পরিপুর !

১।৭।১০

মধ্যাহ্নে।

জগৎ যন্ত্রের চক্র নিশ্চল নীরব,
ভ্রমি-হীন এ' নিস্তব্ধ দিবা-দ্বিপ্রহরে!
শান্তি যেন জীবনের তুমুল ভৈরব
যুদ্ধ ভূমে—শান্তি শুধু ক্ষণেকের তরে!
রৌদ্র-তপ্ত ধরা হতে দৃষ্টি তৃষাতুর
ঘুরিতেছে আকাশের নীলিমা সাগরে—
করুণা-কলসী যেন উন্মুক্ত উপুড়!
পিয়াসে 'ফটিক জল' ডাকিছে কাতরে!

আজি হৃদয়ের মর্ম্মতল হতে আমি
শুনি সে 'ফটিক জল', শুনি বিশ্বময়!
হে আকাশ এতকাল কোথা ছিলে তুমি?
কই, চিনি নাই তোমা! আজি পরিচয়
তব সাথে! জীবনের এই দ্বিপ্রহরে
ঊর্দ্ধে চাহি প্রাণ-পাখী কাঁদিছে কাতরে!

১।৭।০৮

মেঘ-গীতা।

সারাদিন আছি চেয়ে মেঘের আচারে
প্রশান্ত আকাশে!
কেহ মরালের মত আলোক পাথারে
লীলারঙ্গে ভাসে!
কেহ চলে মন্দ মন্দ, সূক্ষ্ম সুকুমার
আকাশের সুখস্বপ্ন প্রায়,
প্রতি অণু মহিমায় ওতপ্রোত যার—
দেবতার চরণ আভায়।
কেহ স্থির; কেহ চলে; দেখিতে দেখিতে
কেহ যায় মজিয়া সমীরে;
কেহ পলকের তরে আসি দৃষ্টিপথে
মিশে ফিরি ব্যোমের গভীরে!

আকাশের মধুজীবী প্রজাপতি যত—
কিরণের কুসুম অতিথি,
বিন্দু ও সিন্ধুর মাঝে প্রাণযাত্রা গত
নিত্যকাল যাদের বসতি,

নানাবর্ণ পাখা মেলি অনায়াসে যেন
স্থির-সুখে চলে,
পথে পথে পলকের পান্থশালা হেন
শৈল নদী সাগর সলিলে।

ঊষার আবেশ-সুখে, সোনালি অঞ্চলা
সন্ধ্যাবুকে রচিয়া শয়ন,
সেবে নিত্য অচপলা বিলোল-কুন্তলা
প্রীতিমুখী দিগঙ্গনাগণ ;
তপন উদয়-অস্তে সিন্দুর আভায়
চুম্ব রাখে তাহাদের ভালে ;
বায়ুগণে স্নেহ ভরে নাগর দোলায়
রাখে সদা হৃদয়ে ও কোলে !

পৃথিবীর স্বর্গ-মুখী ভাবনার তীর !
পৃথিবীর প্রাণের যৌবন !
ফুলের আনন্দ-স্বপ্ন, নিখিল সৃষ্টির
সুষমা পুলক নিকেতন !
বরে যাহে গুণমুগ্ধা প্রতিভা-সুন্দরী—
সৌদামিনী, আকাশের বালা !

অমর্ত্য ইঙ্গিত-ধ্বনি-রসের নির্ঝরী
স্বর্গমুখী কবিতার ডালা !

জীবনেমরণে জীবী, শতরূপধর
নিত্যনব কবি !
দেবতার পদরজে রচিত সুন্দর
পরাণের ছবি !
তাই কভু উচ্ছ্বাসের বজ্র ঘনঘটা,
কভু উচ্চ হাসি !
অন্তর্গূঢ় আবেগের তড়িদ্দাম ছটা,
কভু অশ্রুরাশি !
উত্তরঙ্গ আনন্দের উল্লাস উৎপাতে
ভাসাইয়া ভুবন-হৃদয়
কভু আত্মহারা ! কভু স্থির ব্যোমপথে
ধ্যানে-লীন শান্তি মনোময় !

হের' এ মধ্যাহ্নে, ভেদি' আকাশের পুর
দীপ্তিবালা এসেছে নামিয়া !
নীল ভাণ্ডে মেঘমালা কিরণ সিন্দুর
ননী সম গিয়াছে জমিয়া !

পূর্ণ রস-ভরে স্থির নিস্তরঙ্গ আজি
হিয়া মোর ক্ষীরোদ সাগর !
জমিয়াছে ননী সম তাহে ভাবরাজি—
তোলে না লহর !

ভব অন্তরালে বসি' কেবা যেন কবি
দিয়াছেন বাঁশিতে উচ্ছাস,
যে বাঁশি শূন্যের বুকে ভুবনের ছবি
রূপে রসে করে সপ্রকাশ ;
সৃষ্টি যেন মেঘপুরী দেশ কাল বুকে,
বিন্দু ও সিন্ধুর মধ্যবাসে
ক্ষণজীবী খেলনার বুদ্বুদে চুলুকে
পলে পলে যাহে পরকাশে ;
পলকে সকল যেন পশিছে ফিরিয়া
সুরে পুন—বাঁশীর জীবনে ;
এ আমার মেঘ-গীতা—ভাষাহারা হিয়া
স্তুতি হোক তাঁহারি চরণে !

১২।৩।০৯

শান্তি।

আজিকে আকাশ হতে শান্তি সুনয়না
আসিয়াছে মৃদুমুখী সন্ধ্যাতারা সহ!
—বুকে যার অলোকের আনন্দ বেদনা—
তপঃক্লিষ্ট অহে কবি, লহ তারে লহ!
হৃদয়ে বরহ, আজি ধরহ গভীরে
আকাশের প্রাণ-সুতা ওই বিহগীরে!

চিরকাল সুধা-প্রাণ যে আকাশ যতি
জ্যোতি-অশ্রু প্লুত চোখে রয়েছে চাহিয়া,
প্রবেশ দুয়ারে যার ধ্রুবে প্রদক্ষিয়া
সপ্তর্ষি উজ্জ্বল মুখে করিছে আরতি!
ধ্রুব দৃষ্টি নিত্য যার প্রাণ-পুরী হতে
যুগ যুগান্তরের পান্থ কিরণে সম্ভাষে,
ক্ষীর ধূলি-পরিকীর্ণ কামদুঘা-পথে
মোদের ধরারে ডাকে জ্যোতির আবাসে!

১৭।৭।১০

রজনী-বক্ষে ।

প্রকৃতি গো সারাদিন, ছবিটি তোমার
আঁকিতে খুলিয়া রাখি হিয়া দরপণ ;
সারারাত্রি নিরিবিলি রেখাগুলি তার
বিরলে ভাবের চোখে করি অন্বেষণ !

হে রূপসি, যেই দেখা নয়ন মুদিয়া
মর্ম্মচোখে, তাই যেন সত্য দরশন ;
চোখে যাহা বাহিরেই ভাসে লহরিয়া
সত্যের উপরিচর বিম্ব আবরণ !

নিস্তব্ধ নিশার যবে জপমন্ত্র শ্বাস,
মনের গভীরে শুনি তব মৃদু ভাষ ;
সংসারের কোলাহল হলে পরে দূর
লভি তব হিয়াগীতি—মর্ম্মে মধুপূর !

বুঝিয়াছি, সাকারেই তুমি নিরাকারা ;
তিলে তিলে স্পর্শ তব হৃদয়-আগারে

ভাবের জনম লভে, বাণীর ভাণ্ডারে
জমে স্থির, শুক্তি বুকে মুকুতার ধারা।

মহাকাব্য জমে ওই বুকে স্তব্ধতার!
জাগ্রত হৃদয়ে শান্ত নিশীথিনী নীরে,
গভীর হইতে আসে আমার গভীরে
অজানিতে গুপ্তপথে করুণা সুধার।

অয়ি নিশা, ঝীম-ঝীম রাগিণী মন্ত্রণা,
মধু বিদ্যাধরী অয়ি, মতি-বিকাশিনী,
এস চিরবৃদ্ধা-তবু-অমৃতযৌবনা
অয়ি বিশ্ব প্রকৃতির অনাদ্যা জননি!

কতকাল ছিলে তুমি তোমাতে মজিয়া—
স্থিতিহীন, বৃতিহীন, মহাশূন্যালয়!
তোমার নিস্তব্ধপুরে ভাব উপজিয়া
শক্তিতে জমিল কবে, শব্দ-স্পন্দময়?

আলোকে জ্বলিল কবে, শূন্যের উদরে
সবিতার শুক্রজ্যোতি হইল সঞ্চার?

❋ বিমানিকা ❋

জন্মিল বুদ্বুদ যেন অনলসাগরে
সূর্য্যসুতা বিশ্ব যত—অগ্নি-পরিবার !

জন্মিল পবনবহ্নি সলিলধরণী,
জ্যোতির প্রপঞ্চলীলা—জ্যোতির বৈতান ?
তরুলতা ফুল, পুন জীবের বাহিনী,
চরাচর ভূতাবর্ত্ত—জ্যোতির সন্তান !

আজি সে জনমভোলা সৃষ্টি বুকে ধরি,
বিপুল ব্যোমন্ ব্যাপ্ত কেশ এলাইয়া,
তনয়ার মুখে চেয়ে ভাবিনী সুন্দরি,
কি ধ্যানে নিরতা তুমি নিস্তব্ধ হইয়া ?

প্রাণের প্রথমা দীক্ষা তব স্তব্ধতার
পরিচয়, হে জননি জ্যোতি-পারায়ণা,
আজন্ম দীক্ষায় তব প্রাণের আমার
তোমারি আঁধার পুরে অগ্নি-উপাসনা !

লহ মোরে, লহ মোরে, ডুবাও নিঃসার
তোমার অগাধ বুকে—ওই স্তব্ধতায় !

'শিশু যথা মাতৃবক্ষ-উল্লাসী উদার
চাহিছে হৃদয় মম ঝাঁপিতে যেথায় !

জড় হতে চিত্ত বড় যে নিত্য জগতি,
ঝড় হতে বড় যেথা শান্তির শকতি,
জনতার মর্ম্মপুরে মধু স্তব্ধতার—
হে নিশা, তাহারে লভি মন্দিরে তোমার !

২৮।৭।০৯

নিশীথের বংশী।

নিশার আঁধার তলে মধু স্রোতা রাগিণীর স্বরে
বেদনায় গুমরি অন্তরে,
শৈল গুহা মাঝে যথা নির্ঝরী বালিকা,
আকাশের বুকে যেন জ্যোতির কলিকা,
রহিয়া-রহিয়া বাঁশী ঝরে :
মধু-বার্ত্তা আছে ওই বেদনা ভিতরে।

মৃদুস্পর্শে পরাণেরে দেয় জাগাইয়া—
অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসে উঠিয়া,
নিশাবুকে ঘুম-ভাঙ্গা শিশুটির প্রায়
জননীর স্তন যেবা খুঁজিয়া না পায়,
কাঁদে সে কাতরে উভরায় !
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া, শেষে শ্রান্ত হয়ে পড়ে বিগলিয়া
অজানিতে ঘুমেরি গুহায়।

১৯।৯।০৮

রাগিণী।

১

আমরা কেবলি ধ্বনি!
শূন্যের বুকে ঘুরিয়া ফিরিয়া
বিশ্ব কবিতা ভণি!
কে জানে কখন হ'ল হুঙ্কার
—'আকাশ, আকাশ হোক!'
আন্তে কবে সে উঠিল ডাকিয়া
'আলোক, আলোক হোক!'
দেখিলাম মোরা, উঠেছি জাগিয়া
আপনাতে ভর করি;
স্পন্দনে মোরা উঠেছি জ্বলিয়া
শূন্যেরে ভরিপূরি!
দেশের কালের সূত্রে বিনায়ে
ছায়া মুক্তার হার
জমিয়াছি মোরা গগন ভরিয়া
ভুবনে চমৎকার!

ক্ষীতি জল বায়ু আগুনে জন্মেছি—
অদ্ভুত বিবরণী !
আমরা কেবলি ধ্বনি !

২

কে শুনিতে চাও মোদের কাহিনী
—অবোঝা' মোদেরি যাহা ?
স্পন্দ কেবল রচিয়াছি কাল—
বরষ অয়ন মাহা !
স্পন্দন শুধু জমিয়া হয়েছি
সূর্য্য চন্দ্র তারা,
রচিয়াছি ধরা জীবন ধাত্রী
—সাকারে সে নিরাকারা !
কোটী-কোটি রূপে শূন্য ভরিয়া
জমিয়া গিয়াছি মোরা—
বিনা সুতে বাঁধি, ভুবনে ভুবনে
অচ্ছেদ্য রাখী-ডোরা ;
বিনা সুতে বাঁধি প্রত্যেক অণু
ভুবনে ভুবনে গণি'—
স্পন্দন মোরা ধ্বনি !

৩

বুঝিয়াছি, যেন নাহি বুঝি পুনঃ—

ভব রহস্য খনি

আমরা কেবলি ধ্বনি !

সেই হতে, সেই আদ্য আদেশে

স্বর্গ ও ধরাতল

রচি চরাচর— যত জড়াজড় ;

গড়েছি জল স্থল,

নদনদীবন ভূধর সাগর

সূর্য্য কি খদ্যোত !

ক্রিয়াজাতি গুণে ভাবে বিশেষণে

আমরা ওতপ্রোত !

ভাবেতে ক্রিয়ায় স্পন্দে আমরা

রচি সৃষ্টির সত্য

অনন্ত রূপে গন্ধে ও রসে—

সাচ্চা-ও-মিছা তত্ত্ব !

অব্যয় পুনি নিত্য ব্যয়িনী,

গুণ পুনি মোরা গুণী—

তত্ত্ব আমরা ধ্বনি !

৪

আছে-নাই হেন ছায়া তন্তুতে
সত্যের জাল বুনি
ভাব অভাবেতে গ্রন্থি আঁটিয়া
শূন্য আমরা ধ্বনি !
ভাব হয়ে মোরা ভাবনা ফলাই,
বিষয় হইয়া ভাসি,
রূপ রসে জমি' মধুচাক সম
ইন্দ্রিয়ে পরকাশি !
মনু হয়ে মোরা ভুবনের মনে
সৃষ্টি বেপারে চালি,
করি তার কাছে বিজলীলীলায়
অসীমের ঘটকালী !
বিদ্যা হইয়া লই মানবেরে
সভ্যতাগতি রথে ;
গোপনে গোপনে কোলে করি' চলি
জগতের ঋত পথে !
নয়নে নয়ন বাঁধি' বিনা সুতে
গড়ি পরাণের মালা !

প্রাণের নিত্য তাজা ফুল দলে
ভরি সংসার ডালা !
আদি ও অন্ত মধ্যের গীতি
শক্তি চিরন্তনী—
শক্তি আমরা ধ্বনি !

৫

কত ভাবে কত ভঙ্গী আবেগে
ছায়ার তন্ত্ত বুনি,
শ্রবণে পরশে নয়নে নরের
শক্তির মোরা ধ্বনি !
পর্ব্বত শিরে ঘুমাই আমরা,
সিন্ধুর বুকে ভাসি,
গরজি উর্ম্মি- খোদিত কুহরে !
হুঙ্কারে ছুটে আসি
দূর নীলিমায় মেঘ রেখা দিলে !
বিজলী বিলাসে পোরা
আকাশে পাতালে ছায়া উরমিতে
ডিগ্‌বাজী খেলি মোরা !

অরণ্যে বনে বসি দিবা নিশি
রীমঝীম সুরে কাঁদি—
ভুবন বিশ্বে বীজমন্ত্রের
চিকণ সূত্রে বাঁধি !
নীলিমা নাগিনী- ফণার উপরে
বসাই তারকা মণি
লীলায় আমরা ধ্বনি !

৬

শৈল সাগর আকাশের বাণী
মিলিত যেথায় আসি'
সে পদে নিত্য নিদান মোদের—
মোরা উভলোক-বাসী !
বিশ্ব ভাবের আদি ও অন্ত
নিদানের আদি ধারা,
সঙ্গীত ঝরী, কবিতা জননী
—বিশ্বের কবি মোরা !
হৃদয়ের কথা সূক্ষ্মের পথে
লই পদে দেবতার ;

দেবতার কথা মরম পরশে
আনি অন্তরে তার !
নিসর্গ বুকে আকাশমুখিনা
বীজ মন্ত্রের ব্যথা—
জাগ্রত যত নর-বুকে আনি
অমৃত তার কথা,
সূর্য্য পরাণ নিশীথে বহিয়া
আনে যথা নিশামণি—
বাহিনী আমরা ধ্বনি !

বুঝিবে কি জীব, কে মোরা তোমরা,
কে তোমরা মোরা পুন ?
এখনো বাজিছে নিত্যের বাঁশী
ডুবে শোন'— ওই শুন' !
বিশ্ব মাঝারে হয়েছে-হইবে,
যাহা-আছে, যাহা-নাই,
আগে পাছে আর ভিতরে বাহিরে
সকল সে আমরাই !

জানা অজানার ছায়ায় বিনায়ে
ভবের 'সত্য' গড়ি !
চলিয়াছি মোরা অনাদি কালের
অনন্ত বাঁশী ধরি' !
বাজিছে আসিয়া বিশ্বের বুকে
নিত্যের সে রাগিণী,
ডাকিছে কোথায় —টানিছে নিত্য !
নিত্যের মোরা ধ্বনি !

৮

কোথা পুনি শেষ, কোথা উদ্দেশ,
সীমা কোথা, কিবা জানি !
নিত্য আমরা ধ্বনি !
জানি না কবে সে শেষের বিষাণ
কোথায় আবার বাজে,
ধ্বনির সিন্ধু ফিরাইয়া পুনি
অনাদি বিন্দু মাঝে !
ভাব ও অভাব, ভিতর বাহির
হয়ে যাবে যাহে এক,

বিমানিকা

একের সঙ্গে দু'য়ের বিভেদ
নাহি রবে পরতেক!
আছে-নাই যেথা এক হয়ে যাবে
অনাদ্যে অনাধার!
দেশে কালে যবে গরাসি' বাজিবে
প্রয়াণের ওঙ্কার!

১৪।৩।১৩।

ভারতবর্ষে।

শুনিতে পাইব কোথা ব্যোমের সঙ্গীত
বিনা এই পথস্বস্তি, মহায়ন দেশ,
যুগে যুগে ঊর্দ্ধলোকে পয়ানে তৃষিত
জন্মি' জীব যেথা হতে কৈলা পরবেশ !

ভারতের বৃক্ষলতা সাগর ভূধর
ষড়্ঋতু দশদিক জলদ আকাশ
উহাদেরি গানে-প্রাণে মরমে অমর
উপনিষদের ছন্দে ফেলিছে নিশ্বাস !

এখনো কি নাহি পাও কান্তারে কাননে
পবিত্র সে পুরাতন তপোবন ঘ্রাণ ?
প্রাণপুরে রসময়ী, আত্মার আসনে
সমাসীন, আত্মরত স্তব্ধতারি প্রাণ !

ডুবিতে জানিত যারা স্তব্ধতা সাগরে
চিনিত সে দেশকাল-অতীত আবাসে,

প্রণবে চিনিত যারে—লক্ষ স্রোত ভরে
ভবের বিসর্গ ধারা যেথা হতে আসে !

"অখণ্ড সে অবিচিন্ত্য ধ্রুব অচঞ্চল"
সত্যেরেই স্থির যারা রসের ফোয়ারা—
অমৃত সাগর জানি' ঘোষিত বিহ্বল ;
নিজেরি স্বরূপ সে যে, চিনেছিল যারা ;

পরখিয়া দিব্যস্ফুট অন্তর দরশে
রজনী কহিত যারা মোদের দিবায়,
জাগিয়া রহিত নিত্য, প্রাণের পরশে
তাহাদেরে লভি সদা ওই স্তব্ধতায় !

সংসারের মধুবিদ্যা পেয়েছিল যারা,
ডুবিতে ডুবিতে ওই স্তব্ধতা-সায়রে
তাহাদের পন্থা ধরি', প্রাণে দেয় সাড়া
জন্ম-গীতি জগতের নিদান আখরে।

সে সঙ্গীতে ক্ষীতি বায়ু সলিল আকাশ
বহ্নিরূপে উপজিয়া পঞ্চে পঞ্চে ধায়—
সঙ্গীত প্রপঞ্চ সবি ! পলকে নির্যাস
লহ পড়ি' বিরাট এ সৃষ্টি কবিতায় !

✱ বিমানিকা ✱

কে পড়েছে গ্রন্থ ওই বিনা এ ভারতে—
সৃষ্টির জনমকথা করি পরকাশ ?
নিখিল জীবেরে নিতে ফিরিবার পথে
এ ভারত বিনা কেবা করিলা প্রয়াস ?

সে পুণ্য ভারতবর্ষে জনম লভিয়া
ধন্য আমি, নমি ঋষি, ও পুণ্য চরণে !
নাম ধরে ডাকি, তাও যাওনি রাখিয়া !
এমনি আপনা-ভোলা ফিরেছ ভুবনে !

আজি বিংশ শতাব্দীর গহন আঁধারে
—'আলো' নামে চলে যাহা—বাতুলের প্রায়
জন্ম জন্মান্তর জীবী জীবন সংস্কারে
তোমাদেরে বসায়েছি হিয়া বেদিকায়।

সত্য যাহা, ধ্রুব যাহা, যাহা অমৃতের
আমার পরাণে তারি হোক পরকাশ !
বহুদূরে দিশাহারা—তবু হৃদয়ের
গুপ্ততলে যার তরে অমর পিয়াস !

হে ঋষি, ভুবন পতি, বিদেহ নগরে
হে মম অমৃত প্রাণ বংশপতিগণ,

* বিমানিকা *

যাঁদের ধমনী-ধারে লোক-লোকান্তরে
অমৃতের ধারা-পায়ী এ মম জীবন,
যাঁহাদের আত্মা-স্থতে কালে কালাতীতে
বিস্তারিত ধারা মম জ্যায়সী আত্মার,
ভূর্ভুব-স্বর্লোক ছাপি' মহাপ্রাণ গীতে
আনন্দসিন্ধুর উর্ম্মি উচ্ছ্বাসে যাহার!
আজি এ বিজন দেশে, হৃদয় আসনে,
দ্বিপ্রহর যামিনীর মহাস্তব্ধতায়
রয়েছি উৎগ্রীব হয়ে, প্রাণের গোপনে
অতীন্দ্রিয় শ্রুতিগীতি শুনাও আমায়!

১৭।৬।০৬।

ভারতের দীক্ষা।

চিরদিন ঋষিগণ সত্যলোক থাকি'
অমৃতের পুত্রগণে কহিছেন ডাকি'—
ঋত-পায়ী সুধা-আশী কে আছ সংসারে
আপনাতে ডুবে যাও, জান' আপনারে!

জগতেরে কহে যারা জড়ের বিধান,
ভূতের সমরস্থলী—আর কিছু নহে—
অন্ধ, অর্দ্ধ-বাদী তারা; নিজের পরাণ
জানে যাহা, পরকাশি তাহাই না কহে!

হৃদয় লইয়া এস জগতের কাছে—
মৌনী ঋষি, ভাষ্যহীন বিশ্ব-চরাচর!
বুঝিবে, হিয়ায় তার কি সঙ্গীত বাজে—
চিরন্তনী বেদ-গাথা আনন্দসাগর!

জীব' সকলের মাঝে—জীব' খোলা প্রাণে ;
জীব' জীবনের ঋজু অনাবৃত বাসে ;
চল রাজপথে রাজ-পুরীর সন্ধানে,
উন্মুক্ত আকাশ তলে, ঊর্দ্ধের বাতাসে !

২

চিরদিন দ্রষ্টাগণ কহে এ' বচন—
মননেই মনুষ্যের অমৃত জীবন !

চঞ্চল মানব চিত্ত, চেতনার ধার
ক্ষণে জ্বলে, ক্ষণে নিবে খদ্যোত আভায় ;
নিমেষ-নিবেশী মতি—আলোকে তাহার
জগতের গ্রন্থ কভু পড়া নাহি যায়।

স্রোতেরে যে পারিয়াছে করিতে সুস্থির
স্থির দরশন-রসে নিশ্চল নয়ন,
সে পড়ে রহস্য-লেখা এ বিশ্ব-সৃষ্টির—
গ্রন্থের উভয় পৃষ্ঠা করে দরশন !

সকল ধ্বনির তলে আছে সুপ্তসুর,
সকল গন্ধের আড়ে রহে গুপ্তঘ্রাণ ;

✻ বিমানিকা ✻

সেই ধন্য, প্রাণ যার পিপাসাবিধুর
ব্যক্তের মাঝারে করে গুপ্তের সন্ধান !

বেদপুরে ফিরি'-ফিরি' প্রয়াস যাহার—
অনিদ্র আঘাত-ভরে নিরুদ্ধ দুয়ারে,
সত্য অনাবৃত হয় নয়নেই তার,
তাহারি নিবেশী আঁখি সত্যলোকে চরে !

ক্ষুদ্র হোক—স্থিরে মতি, স্থির-রতি যেবা—
অক্ষম অকৃতী, হোক অযোগ্য আধার,
তপঃপ্রিয় সত্য তারে করে নিত্য সেবা—
চরমের শক্তি, জ্যোতি-বিজ্ঞান তাহার !

শক্তি সে, চরমে যাহে আনে নিত্যা ধারা !
জ্যোতি সে, সাবিত্রী-সখী উদ্ধারে উদারা !
বাহিরের চোখে ভাসে যেমন অ-জ্ঞান ;
বিজ্ঞান সে, জীবনের পূর্ণ রসাধান !

৯।১০।০৫।

বিশ্ব-মাতা।

শুনিতেছি গহনের পরাণ নিক্কন
নিশা দ্বিপ্রহরে—
স্তব্ধতার তল হতে উচ্ছ্বাসে উঠিয়া,
সুপ্ত শিশু-জগতেরে কোলেতে লইয়া,
সকরুণ স্নেহের গুঞ্জরে
জাগ্রত মায়ের হিয়া কাঁদিছে কাতরে!

এ শিশু—দুরন্ত শিশু, সারাদিন ছুটিয়া বেড়ায়,
সু-পথে অ-পথে চলে, নাহি মানে নিষেধ বাধায়;
শ্রান্ত বুকে সন্ধ্যাকালে ফিরিয়াছে ঘরে
—কত ক্ষত লাগিয়াছে পায়!

সুপ্ত জগতের মুখে করুণায় চাহি'
শান্ত অনাময়,
গলিয়াছে বিশ্ব-ধাত্রী মাতার হৃদয়!

১৯।৯।০৮

ডুবারী।

অতল সাগর বুকে এসেছি ডুবিয়া,
এখনো বাজিছে কাণে রাগিণী তাহার!
বিশ্বম্ভর বিশ্বহর বিশ্ব গরাসিয়া
বসেছিল, কোথা গেল? ঝটিকা হুঙ্কার
গতির আবর্ত্তে বহে বিশ্বরূপ ধরি'
বান বেগে ছুটিয়াছে স্পন্দের লহরী!

ক্ষিতি অপ্ বায়ু তেজে ছুটিয়া ফুটিয়া
স্ফুরিছে আমারে ঘেরি', কোথা সীমা তার?
বিচঞ্চল বিঘোরের আকুল পাথার!
দাঁড়াইতে' খুঁটি কোথা, ধরিতে লুটিয়া?

হুহুঙ্কারে বহে বান, নাহি থামে কাল,
বহে বিশ্ব স্থিতিহীন স্পন্দনের হানা!
যেথা আমি, সাথে-সাথে চলে ছায়াজাল!
পাইব স্রোতেরে ধরি' নিত্যের ঠিকানা?

২৪।৭।০৫

পরমার্থ।

স্থির হও! এ বিশ্বের সাগরে গভীরে
নাহি জানে ডুব দিতে, মিছে সেই কবি!
নরের অগমে ডুবি' মনোমণিপুরে
কবি, দরপণে তব ধর' বিশ্বছবি—
ছবি সেই, 'অর্থ' যার লোকালোক পুরে—
আভাস, ঈষারারূপে, আলোকে-ছায়ায়!
জগতের হিয়া পানে ছন্দ-লয়ে, সুরে,
প্রতিটি রেখায়, বহে শত অভিপ্রায়!

যুগযুগান্তর ধরি' কোটি হৃদয়ের
ক্ষুধা-আক্রমণে, যার না ফুরাবে 'আশা';
বহু মুখে, ভাবে রূপে, ভুবন-মনের
পিয়াসা পুরিতে যার উল্লসিত ভাষা!
প্রাণের বিতলে, সেই নিত্যরসোদয়,
কবি, তব পরমার্থ করহ সঞ্চয়!

১৭।৭।১০

বিদেশিনী।

তামসীর বক্ষ ভেদি' তীক্ষ্ণ পক্ষধারে
আলোক-বিহঙ্গী এক গিয়াছে ছুটিয়া!
আঁধার হইতে আসি মিশেছে আঁধারে,
পৃথিবীর বুকে ক্ষণ-চমক তুলিয়া!
'আরে'—আরে, থাম', শুধু ক্ষণেকের তরে!'
কহিতে কহিতে ধরা মুগধে চাহিয়া,
চির তরে নিরুদ্দেশ ব্যোমের সাগরে!
নিজ পদ-চিহ্ন, তাও গিয়াছে মুছিয়া!

কোথা গেল! এ' অতিথি এল কোথা হ'তে?
কোথা হতে এল জ্বেলে হৃদয়ের বাতি?
ক্ষীণ ক্ষণ-রেখা সুধু অনুভূতি-পথে!
আগে পাছে সুগহন তমস্বিনী রাতি!

আকুল জিজ্ঞাসাভরে তটস্থ হইয়া
ক্ষণমগ্ন আছে ধরা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া!

২১।১০।১৬

পিপাসা।

কালিয়বরণ নিশানা মেঘের আকাশে!
—ভাতে আশ্বাসে, দানের করুণা আভাসে!
ঠারিছে বিজলী ঘন গুরু গুরু শব্দে!
চাতকী আকুলে ডাকিছে কাঁদিয়া 'জল দে'!

দিক্ দিগন্তে আঁচে-ইঙ্গিতে-আভাসে
ছায়া পরকাশে, আভায় বিকাশে—বিলাসে
ভিতরে-বাহিরে উভচরী আভা আচারি',
ক্ষণিক আলোকে বিঘোরে আবার আঁধারি'!

কালিয়ার বারি আসিতে কবে যে আসে নি,
চাতকীর হিয়া জানে সে বাহানাকাহিনী!
বিন্দু-বিন্দু আসে কভু—যেন কোয়াশে,
'আঁকড়ি' ধরিতে লুকায়, হায় রে, ছায়া সে!

অহ হ! অহ হ! দুর্ব্বহ এ যে যাতনা!
ভুবন জুড়িয়া কালিয়ার ধারা কামনা;
হিয়ার পিয়াসা ভরনী-পূরনী বাহিনী
ধারা-নির্ঝরে আসে নি। হায় রে—পাই নি!

৩০।৮।৭২

সন্ধ্যাভাষা।

"অয়ি সুনয়না তন্বী সন্ধ্যা,
তপস্বী অয়ি বিলাসী!
হীরামণি জালে কুন্তল রচি'!
বয়ানে মিষ্টি সুহাসি!
প্রাণে যেন তব বৈরাগী সুরে
বাজিছে পূরবী রাগিণী"!
কহে কাণফুলী— "অপরূপ এ'ত!
এমন ত আর দেখি নি!"

"গিরি হতে আসি, সাগরে মিশাই,
জনমি জলদ আবাসে,
কত কাল ধরি' ঘুরিতেছি যেন
সাগরে, পাহাড়ে, আকাশে!
রেণু রেণু হয়ে মিলায়ে গগনে
জনমি আবার জীবনে—
চিরকাল চলি— নাহি চলি তবু!
আছি পড়ে মাটী শয়নে!

প্রতিদিন দেখি, খুঁজিছ কি যেন
স্নিগ্ধ শান্ত-নয়না !
আধ-কায়া-আধ- ছায়া সুন্দরী
মনোমাঝে তুমি মগনা !
চরকা-চক্রে কে ঘোরায় মোরে,
বুঝি যেন—তবু বুঝি নি !
কহিবি কি মোরে যোগিনী ভগিনি,
রহস্য সেই কাহিনী ?”

হাসিয়া সন্ধ্যা— “সেদিনের মেয়ে,
চঞ্চলা ক্ষিতিবালিকা,
কল-কল্লোলে রস কৌতুকে
সুন্দরি সুর নাসিকা,
কেন এ তিরিষা— জিজ্ঞাসা নব
মাটীর স্তন্যপায়িনি ?
জন্মযুগের আগে হতে তব
আসিতে যাইতে রহি নি ?

“দেখি নাই সে, কি যজ্ঞ-তনয়া
জননীরে তোর উঠিতে

প্রাণ-অমৃত- চারু-হাতে লয়ে

স্বষ্টি-যজ্ঞ ভূমিতে ?

দীপ্তিবসনা ধরণী তরুণী

সবিতাকুণ্ড ছাড়িয়া !

অগ্নি পবন বরুণে মিলিয়া

কাড়াকাড়ি দিলে জুড়িয়া !

"দেখিনি কি, ওই শশধরে হোথা—

রিক্ত সে ভালমানুষে—

ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘেরিয়া ধরারে

জ্বলিতে পিরীতি হুতাশে ?

দেখিনি কি, যেন চাঁদ-বিগলিত

বাষ্প-বরষা নাহিয়া

শ্যাম অঙ্গিনী জননী তোমার

উঠিলা রূপসী বনিয়া ?

"জনমিল কবে শৈল সাগর

সমতলী বন সরসী—

সে তুমি আবার জননীর বুকে

ক'দিনের বুড়ী রূপসী ?

দেখি নাই, ওই গিরি কোলে তব
হামাগুড়ি লীলা বিভবে?
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছিলে কতকাল,
সমতলে এলে সে কবে?

"ক'দিনের পুনি শৈল সাগর,
চরাচর প্রাণ-পতাকী,
কলরবী যত পশু পাখী নর—
ধরাকীট যত দেমাকী!

খেলায় মত্ত গ্রাস-সম্মুখে—
ব্যোমের আস্য দুয়ারে!
দুয়ারী যাহার সাত ঋষি ওই
স্তব্ধ দাঁড়ায়ে—নেহারে!

"কত কাল আমি! তবু কতটুকু!
জনম আমারো অনলে,
বায়ে তেজে জলে গলাগলি যবে
আছিল গহন মহলে!
গহন আপনি আছিল সে বুঝি
যত সম্ভব-গর্ত্ত!

ছিল কি আবার বিন্দু-গরভে
—ভাব-বিন্দুতে সর্ব্ব !

"কে কহিবে, কবে দেশ কাল গড়ি'
রাগিণী বাজিল কেমনে ?
শশী রবি তারা বিনাসুতা পারা
সারি সারি গেঁথে গগনে !
"কত কাল ঘোরে ঘন চরকায়
অবিরত গতি বিকাশি',
ঘুরিতে ঘুরিতে অস্থির-ছবি ;
স্থিতি হেন পুনি আভাসি' !

"মনে ভাবি, সবি ছায়া খুঁটিহীন—
স্বপন-চক্র মেলা কি ?
অন্ত তাহাই খুঁজিয়া না পাই !
কৌতুকী কারো খেলা কি ?
কত কাল ধরি ঘুরিনু খুঁজিয়া !
অভিসার তারি পিয়াসে ;
ধরার, বুঝার, পাবার মতন
কিছু কি, কোথা কি আভাসে ?

ভুবনে ভুবনে খুঁজিনু সৃষ্টি—
সীমা রেখা হারা অজানা !
'অজানা'ই শুধু সত্য হেথা যে,
গুপ্তেরি ছায়া-বিতানা !
ছোট বড় যেথা সমান উভয়,
গুপ্তেরি ছায়া পূর্ণ,
পলে পলে করে স্থান বিনিময়
মুষ্টি পলায়ে তূর্ণ।

"মিছে ঘোরাঘুরি এ ভবের পুরে
গুপ্ত বারতা পুছিয়া ;
অজ্ঞান পটে আঁকা এ মূরতি
বিজ্ঞানে যায় মুছিয়া,
কি বুঝিবে হেথা ? চক্রীর খেলা,
'লুকোচুরী' লালা কাহিনী !
ধরার, বোঝার— সীমার মুটিতে
অধর ছায়ারি বাহিনী !

"এই বুঝি তবু—প্রাথনা ফলে !
বিমুখ বিশ্ব নিখিলে

সুধা আসে যেন অন্তর পথে
পশিতে ডাকিতে জানিলে !
অন্তর পুরে অপরোক্ষের
ভাব-দর্পণ উরসে
সব সংশয় নাশিয়া পলকে
গুপ্তের সুধা পরশে
ভর পুর সুধা হিয়া-রসনায় !
প্রাণ চিনে যাহে—'পেয়েছি' !
ভরিয়া পুরিয়া পিয়েছি তাহারে,
মরেছি তাহাতে—বেঁচেছি !"

১৭।৯।১২

পূজারী।

হে জননি, আশৈশব পূজারী মন্দিরে—
ধেয়ানে সাধনে কর্ম্মে কত উপচার!
বুঝিতেছি তবু আজি প্রাণের গভীরে,
সত্যকার পূজা যেন হয় নি আমার!
অন্তরে বিলাসী আমি, সন্ন্যাসী আকারে!
স্বার্থ রহে কোথা দীন, হীন অহঙ্কার।
হতাশ হয়েছি মাগো চিনিয়া আমারে—
দুরাত্মা পশিতে নারে অ'পুরে তোমার!

শিখাও মা যজ্ঞতন্ত্রে হোমের বিধান—
ইষ্টপদে সর্ব্বভোলা আত্মবলি দিতে!
সর্ব্বপ্রাণে নাহি করি যার সমাধান
নারে কেহ নিত্যবাণী বৈকুণ্ঠ লভিতে!
শিখাও মা, আত্ম-গতি—পূর্ব্ব গুরুগণ
সাগ্নিক, পশিলা যাহে মহাস্নান পথে!

৩০।১।৫

নবজন্ম।

(১)

জন্ম নবীন যবে হইবে তোমার,
উত্তরি' আপনারি ছায়া কারাগার
নিরখিবে, অপরূপ সৃষ্টি ঘটন—
কেমনে ঘটিল তব কায়া বন্ধন!

নিরখিবে, এতকাল সুবুদ্ধি অহে,
পড়িতে পড়া'তে আয়ু খোয়াইলে যাহে,
পরেরে বুঝাতে যাহা মাথা গেল চটে
কিছুই বুঝনি তার—রহস্য বটে!

ধরন করম যত সাধনার পাট
বুঝিবে, করেছ সব অহমিকা নাট!
ঘুরিয়াছ আপনারি কারা-পঞ্জরে;
ছিলে বাঁধা অহমিকা ছায়া-পরিকরে!

বিজ্ঞ, অজানা তব সত্যের পথ;
অন্ধ, সে পথে তব চলে নাই রথ!

একেলা চলার পথ —একটা প্রথা !
জন্ম সে আছে নব, সত্য এ কথা !

ঘূর্ণী হইতে করি হিয়া সুস্থির
সে নব জীবন খোঁজ' নর-নিয়তির !
খোঁজ' পাতি-পাতি করি বিশ্ব গহন—
রোদনেই পিপাসিত শিশু-লক্ষণ।

(২)

হৃদয়ে আগুণ যেন, কেঁদে কেঁদে ভ্রম'—
"নাশ' নাশ' অন্তর বিষ-ফণী মম !
আমার রচিত নাশ' আঁধারের কারা
নাশ' চিত্তের মম কৃমি-বিষ ধারা।"

বেশী দিন নাহি যাবে, নব শুভযুগে
দর্প-হরণে তব পাবে সম্মুখে !
বুঝিবে জগৎ পানে তাকাইয়া যবে
'অহং' হইতে নাই ক্ষুদ্র এ' ভবে।

'অহং' পথেই শোক ছায়া, আঁধিয়ার—
সূক্ষ্মে ঝুলিছে তব ভব-সংসার !

ওই পথে দুখ তাপ তিক্ততা মূল ;
মর্ম্ম গভীরে নিতি পশে বিষ-শূল !

সত্য এ'—জগতের শিব সনাতন
দয়ায় জগৎ পানে নিতি জেগে র'ন !
কে কহিবে—ফলে শুধু পরিচয় তার—
কোন পথে পিপাসিতে দেন বারিধার !

পরাণ রঙায়ে দেন মহা রসগোলে,
দোলায়ে বিনয় প্রেম সুধা হিল্লোলে,
আঁধার নিপটে কাটি' আলোকের ধূর,
জীবন মরণ করি' মধু-পরিপূর !

৬।১০।০৫

কবি ও শান্তি।

খুঁজিয়াছি মধু ছন্দের শত দলে
ভাবুকতাবীণে, গীতি কালোয়াতী মাঝে,
খুঁজিয়াছি মধু বিশ্বরূপের তলে—
ছায়া কেন যাহা নিবিষ্ট চোখে বাজে!
খুঁজিয়াছি মধু বাক্যের রস ঢলে,
স্রোত-উল্লাসে, দ্রুতি-দীপ্তির তলে,
ভাসে, কটাক্ষে, বিজলী বিলাসে, ঝলে,
তরঙ্গে পুনি কল্লোলে, ছল্ ছলে!

মাধুকরী করি' ভিখারী ভুবন ভ্রমি'
পূর্ব্ব শূন্যিরে সাধিয়া চরণ ধরে'
পীঠ-আস্তানা ঘুরিয়াছি নমি' নমি'
বিদ্বান্ কবি কলাবৎ ভাস্করে!
কাব্যে কথায় দর্শনে ভারতীরে
ফিরিয়া ঘুরিয়া পিয়াসে আইনু ঘিরে!
জন অরণ্যে কর্ম্ম-আকুলি কত!
নির্ঝর যেন ঝরিয়াছি অবিরত!

✻ বিমানিকা ✻

খুঁজিয়াছি মধু শানাই নাগরা ঢোলে

ভৈরবী স্থরে, বাহারে, কত না দেশে !

টপ্পায়, পুনি কাঁশরে বাঁশরে খোলে,

সকল তারেতে, কোমল কড়ির রেশে !

সঞ্চারী ভুলি' অস্থায়ী বিকি'কিনি',

ফুলিনু আভোগে, অন্তরা নাহি চিনি' !

জন মমতার নানা-মতি মন্তরে

আসলে ভুলিয়া ঘূর্ণী সে ভবঘুরে' !

তৃপ্তি কোথায়, নির্বৃতি কোথা আহা !

পূর্ণ কোথা রে— এখনো চিনি নি যাহা ?

নাহি জানি কিসে কল্যাণে সব শেষে

পূর্ণেতে হিয়া থামে মূলতানে এসে !

বুঝি মধু মোর আপনারি হিয়া মাঝে

স্তব্ধের পথে রহস্য হয়ে রাজে !

মত্ত নটিনী হাসিনী ভাষিণী হিয়া

পূর্ণ পাত্র ধরিয়াছে সাপটিয়া !

২০।১০।১২

ঋষি বাণী।

হিমাদ্রির মানস সরসে,
নিতল শীতল সেই বিমান আরশে,
শীতল ভাবনা হেন জ্যোতি-রসে জমাট হইয়া
পুণ্ডরীক উঠেছে ফুটিয়া!
দিশিদিশি বিথারিয়া নিরাকুল সুভ্রতা সুবাস
বিস্তারিয়া নিরমল সুশীতল হাস!
হাসি যেই সুধাময়ী স্তব্ধতার পথে
তরঙ্গ থামায়ে প্রাণে, অজানিত রথে
হিয়া পুরে পশে!
--হিমাদ্রির মানস সরসে!

আর্য্য ঋষি মানস সরসে,
সংযমের হিম-পুরী ধ্যান-পুরী দেশে,
ধারণার শ্বেত পদ্ম আলোকের ধ্যানস্বপ্ন প্রায়
—বীণাপাণি পদ্মাসন তায়!

✻ বিমানিকা ✻

জ্যোতির দেবতা বাণী, বিমানিকা বীণায় যাহার

ঝরে ধারা আনন্দের শুভ্র চেতনার,

উপনিষদের স্থির মনিরত্নে ঝুরে,

ঝরে অন্তরঙ্গ মুখে সুধাময় সুরে

অলোকের ইঙ্গিতে পরশে !

—আর্যাঋষি মানস সরসে !

১৮।১০।১২

অন্তর্লোকে

বিশ্ব যে আসিছে ছুটি' ত্রিস্রোতার পথে—
জ্ঞান-ইচ্ছা-ভাব পথে, ত্রিরঙ্গে রঙ্গীন !
ফিরিতে যাত্রীর হাতে এক মনো রথে
গেয়ান-করম-রতি- ত্রিতন্ত্রীর বীণ ।

একের সে সত্য পথ— শুভ পথ কথা,
সুন্দরের পদ ধর্ম্মে, সাহিত্যে, দর্শনে
খুঁজিছে সকল লোক ! পয়ান বারতা
জিজ্ঞাসে আকুলে চাহি' ভারতের পানে

মাগিছে ভারতে চাহি'—জীবলোক আশা,
চরমপিরীতি-ভূমি, দেবরতি-পুর !
জগৎ চূড়ান্ত খুঁজি' পরকাশ ভাষা
ভারতের কাছে যাচে ভারতীর সুর !

কত কবি ফিরি' ঘুরি' পশিছে জীবনে
কয়ে যেতে আপনার অকথিত কথা !

ডুবিলে ভবের বুকে অন্তর নয়নে
ভাসে যেন কবিলোক-সত্যের বারতা !

এ ভারত পৃথিবীর জ্ঞান-মর্ম্মস্থলী
ভাবের মাতৃকা-ভূমি, ধেয়ানী পরাণ !
দাড়ায়ে অসীম পানে পুরিয়া অঞ্জলি
ভাবের গরিমা, যথা গিরি হিমবান !

জড় হতে ভাব লোকে পয়ানের পথে
খুঁজিছে নিয়ত জীব আকুলে আঁধারে ;
আচ্ছন্ন আবিষ্ট হয়ে ভ্রান্ত মনোরথে
ঘুরিছে, পড়িছে আরো জড়তা ফাঁফড়ে ;

দেশে দেশে কবি ঋষি বোধিসত্ত্ব সবে
গৃহে বনে করিতেছে পথ অন্বেষণ ;
এ ভারত আদি হতে ভাবে আর ভবে
হিরণ্ময়ী গতি-বীথি কৈলা দরশন।

চিন্তাজীবী ব্রাউণীং, রসে দৈন্য যার ;
অমৃতমাতাল শেলী, তরণী যাহার
ভাবের সাগর বুকে বিভ্রান্ত হইয়া
ঝঞ্ঝা-বাতে নিরাশ্রয় গেল ভলাইয়া,

হিউগো, ডুবিয়া যেবা নারি ত তিষ্টিতে ;
    আ'ফোটা মুকুল কীট্‌স, অধীর হইয়া
অপার মাধুরী রসে উচ্ছ্বসি' ফুটিতে
    জীবনের গ্রন্থি যার গিয়াছে ছিঁড়িয়া ;

গভীরে নিমগ্ন মতি ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ্ যতি,
    পশ্চিমের কোয়াশায়—বাণিজ্য-বাতাসে
দীপ স্ফুরে নাই যার আপনার ভাসে ;
    বিজ্ঞানের বৃদ্ধশিশু গ্যাঠে মহামতি ;

ভবের গেয়ানী, কবি, দার্শনিক, যতি,
    পিয়াসী, প্রয়াসীগণ, গুহাযাত্রীগণ,
ব্যোমচর, সিন্ধুচর ডুবারী সংহতি,
    গভীরের সুধা-সেবী যত মহাজন,

চিনিয়া ভারত-আত্মা আসিছে ছুটিয়া
    দাঁড়াইতে পৃথিবীর দেবডাঙ্গা শিরে—
বাক্য অর্থ পরিশেষে পড়িতে ঝাঁপিয়া
    গৌরীশঙ্করের হতে ব্যোমের গভীরে।

২০।২।০৭

সাবিত্রী।

ধ্বনির দেবতা, মাগো ভাবের দেবতা,
হৃদয়সরসীরুহ কমল বাসিনি,
অয়ি ক্ষণপ্রভে, তোর পেয়েছি বারতা!
তমসা পরান্তপারে আলোক হাসিনি,

ভাবরূপ এই বিশ্ব করি' পরকাশ,
ধ্বনিময় বিশ্ব খানি সুরে বিনাইয়া,
—খুঁজিছে নিখিল তোরে করি হা-হুতাশ—
এত দূরে—এত কাছে আছ লুকাইয়া!

মহাশুক্লা মহাবাণী আদিতে সৃষ্টির!
ভুবন রূপিণী তারি ধারা বহি' যায়—
ধরিলেন আদিদেব যোগী পাতি' শির,
ধরিলা জাগ্রত ঋষি শ্রুতির উষায়!

কবি সে লভিলা কিছু আভাস তাহার—
সিন্ধুবুকে জাল ফেলা' চিরাভ্যস্ত যার;

দিবানিশি ব্যোমবক্ষে হয়ে নিমগন
অলোকের গীতি শোনা যাহার জীবন

অয়ি জ্যোতি মহাশ্বেতা, বিন্দুনিবাসিনি,
প্রকাশো—প্রকাশো শান্ত অভয় নন্দিনী!
বিশ্বের হৃদয়কবি তোমারি চরণ
সর্ব্বভাবে সদা কাল করে অন্বেষণ,

কত সে ঘুরিবে আর অন্ধঘোরাগারে?
আঁধার অতীত দেশে লয়ে যাও তারে!

কবি চিত্ত আলোকের চেতনা-আগারে
ভুবন সাগর মথি,' সৌন্দর্য্য সম্ভারে
ভাবময়ী মূর্ত্তি তোর করিলা রচন,
হিয়াপদ্ম দিলা পাতি' রাখিতে চরণ,

মুখে দিলা হেন হাসি, যাহার আবেশে
দীনহীন ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মরে নিমেষে;
চোখে দিলা হেন দৃষ্টি, লভিলে যাহায়
সংসার ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব ধূলা হয়ে যায়!

গভীরে সেতারে তোর বাজিছে কি তার?
এ ভবের বীজমুখী হিয়ার রাগিণী?
তারি পথে গেলে চলি,' হৃদয় আমার
অমৃতার দেশে যাবে—অনন্ত গৃহিণী!

গভীরের গীতি রীতি ধরিয়া হিয়ায়
ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে গতি ধরি' শ্যেন পক্ষী প্রায়
যাব ছুটি' বাগর্থের পরান্ত ও'পারে!
প্রবেশিব মহানন্দ বিন্দুর আগারে!

যে দেশে হৃদয় তোর করিছে বিহার—
বিসূর্য্য জ্যোতির ধামে—ভবের ও'পার!

প্রতীক্ষা।

জাগ্রতে কি ঘুমঘোরে নাহিক নিশ্চয়
দেখেছিনু, অনাগত-সাগরের তীরে
বসিয়াছে পরকাশি' প্রভা পুণ্যময়
আবার ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিরে!

মহাসাধকের টানে প্রাণে মহত্তরা
পতিতপাবনী ভাবসুরধুনীধারা
ছুটিয়াছে পুনরায়; বিশ্বনর-নারী
আসিয়াছে কোলাহলে লয়ে শূন্য ঝারী।

পৃথিবীর সর্ব্ব-উচ্চ উচ্চতা উপরে
আবার উঠেছে জ্বলি জ্যোতি অনশ্বর,
জগতের পারযাত্রী জীবন-সাগরে
চলেছে যাহারে চাহি লক্ষ্যে অকাতর;

যেই অগ্নিশিখা, শত অত্যাচার সহি',
কত অন্ধ শতাব্দীর দুর্দ্দিন যাপনে

মনে বনে গৃহকোণে লুকাইয়া রহি'
সাগ্নিক ভারতবর্ষ রক্ষিলা গোপনে।

আসিয়াছে পুরাতনী সমরের প্রথা—
মননের ব্রহ্ম-বাণে বিশ্বলোক জয়,
অন্তরের ব্রহ্মচর্যা, ব্রহ্মবাস-কথা
জীবনের রণ-ভূমে নিশ্চিন্ত নির্ভয়!

তুরীয়ের দুর্গ হতে জড়ে অধিকার,
অব্যাকুল দাঁড়াইয়া ভব-কেন্দ্রস্থলে!
অক্লান্ত, অমোঘগতি আত্ম পরসার
ক্ষিতি, জলে, নভঃতলে, অনিলে অনলে!

দেখিয়াছি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা পরভায়
জড়ের সেবিকা বৃত্তি হ'ল হতমান!
দূর লুপ্ত যেন জীর্ণবসনের প্রায়
জড়তা, জড়ের পূজা—দানব-বিধান।

নেহারিনু মানুষের অচিন্ত্য, অশ্রুত
কবিকণ্ঠে বাহিরিছে অসীমের গান!
সবলে হৃদয়গ্রাহী, পলকে অচ্যুত
সত্যলোকে প'শে যায় যাহার সন্ধান!

✳ বিমানিকা ✳

দেখিয়াছি ভবসভা ; মাঝে বসি তার
ভাবীর অদৃষ্ট-পতি ঋষি তেজোময়,
প্রতিভার স্বর্গ-শিশু, হাসিতে যাহার
অকপট লেখা আছে জন্ম-পরিচয় !

বিশ্বের বিশাল গ্রন্থ আদি-অন্ত যার
প্রেমেরি প্রণব মন্ত্রে ছিল অধ্যয়ন ;
জীবন সুমেরুশিরে বিশ্বসবিতার
পদপদ্ম সত্যলোকে করিল চয়ন ।

এখনো আভাস আসে অন্তর-নয়নে,
সে ভারত ফুট'ফুট' মুকুলের প্রায়
অব্যক্তের দেশ হ'তে উদ্ধৃত যতনে
প্রকাশ মুহূর্ত্ত চাহি' আছে অপেক্ষায় !

১০—৭—৫

সত্যপথে ।

চেয়ে দেখ, বিশ্বে যারা জড়, মতি-হীন,
তাহাদের মাঝে কোথা বিদ্রোহ-বিকার ?
বরিষ্ঠ বিজ্ঞান লভি' অহঙ্কারাধীন
মানুষ করিছে শুধু সত্যে অস্বীকার !

সত্য যেই সূর্য্য হতে প্রচণ্ড ভাস্বর—
সূর্য্য যারি কৃপা-কণে রয়েছে বাঁচিয়া,
ক্ষুদ্র অহঙ্কার-ছায়া জন্ম জন্মান্তর
রাহুসম রাখে তারে আড়াল করিয়া !

ছায়া রাহু ! সে রহস্যে প্রতিষ্ঠা সৃষ্টির ।
অনাদি—পলকে কাটে সমস্যা গভীর !
সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা সে যে ছায়াপুরী ঘটা—
আদিহীন, অন্তহীন, বিশূন্যে প্রকটা !

সে রহস্য বুঝিবারে হিয়াদীপ জ্বালি'
সাগ্নিক ভারতবর্ষ রত চিরদিন ;
খুঁজিয়াছে শত পথে সত্যের কাঙ্গালী,
সংসারের সর্ব্বরতি করি' তদধীন।

এ দেশের রাজা শুধু সত্য মহীয়ান্ ;
তাই যে ভারতধর্ম্ম—নাম নাহি যার
কোনো মানুষের নামে ; সত্যের সন্ধান
'ধর্ম্ম'নামে ঋষিগণে করে পরচার।

নিখিল ভুবন বিশ্বে অধিবাস যার,
কে গড়িবে 'নাম-রূপ'—তাহা 'সনাতন'
নামের করঙ্কে আনি' খণ্ডন তাহার ;
আচরণে জনে জনে খণ্ড দরশন !

নিত্য স্থির মানুষের মতি-গতি ভেদে
ঋষিদের আত্ম-গতি পন্থা পুরাতন ;
সর্ব্বদেশে, জাগরিত-অন্তরের বেদে
চিরদিন নাহি করে তাহারি খ্যাপন ?

জানি আজ, আত্ম-অন্ধ মানুষের হাতে
সকলি সে অসত্যের অস্ত্র খরশান !
অজ্ঞতা জড়তা মোহ স্বার্থ অপঘাতে
সত্যের জনমস্থান সত্যের শ্মশান।

জানি পুন, যেই সত্য ভুবন-সারথি,
বিশ্বের পরাণ যাহা, শকতির পুর,
ফিরিয়া তাহাই করে যমের আরতি
ধ্বনিয়া অন্তিমতালে কৃতান্তের সুর।

সত্যের শরণ নিলে, জীবনের অরি
উঠে জ্বলি' অসত্যের হিংসা ভয়ঙ্করী ;
নিশি দিন অতন্দ্রিতে অমৃত রক্ষণ—
সুধাব্রত জীবনের ললাট লিখন।

১১—১০—০৫

প্রণব-পথে।

প্রাণের অতল হতে প্রেমের মধুর
তোলহ আকুল কণ্ঠে পিপাসার গান—
জগতের আদি আর অন্তিমের সুর!
ধ্বনিপথে এই ভব সৃষ্টির নিদান—

জড় হতে আত্মালোকে যার পরসার,
জনক যে বেদমাতা আদি-গায়ত্রীর,
প্রকাশে ফুটেছে যার এ বিশ্ব সংসার—
পথিকের চূড়ান্তের পথ নিত্যস্থির!

জগতের আদি যাত্রী আর্য্যপিতৃগণ
করিয়াছে যার পথে অসীমে পয়ান ;
সংশয় সংযত করি, স্থির করি মন,
ক্ষণেকের তরে শুধু ধরহ সন্ধান—

পলকেই পরিচয়! পূর্ণ দীপ্তিমান্
জগতের ধ্বনি আর অর্থের বিজ্ঞান।

১৩—১০—০৫

তলাতলে।

মন-সাগরের জলে তরঙ্গে তরল
বিপুল এ বিশ্বভূতি বিম্বসম ভাসে
উৎপত্তি, বিভবে, লয়ে ; বুদ্বুদে উজল
রূপে রসে গন্ধে গীতে বিরঙ্গে প্রকাশে !
ডুবে যাও আত্মপথে তলাতলে তার—
অগতি চিন্ময়পুরী স্থিতির আগারে,
যেথা হ'তে ভবস্রোত বহে শতধার,
রহে যেথা ভবসিন্ধু বিন্দুর ভিতরে !

অন্তঃপুরে শান্তস্থির আনন্দ অভয় ;
ভয় হেথা বহির্দ্বারে কাঁপিয়া কাতর !
সংশয়ের লেশ-হীন ধৃতি অনাময় ;
দুঃখ সে যে দেহপুরে কোলাহল পর !
কায়াহীন রবি শশী তথা ছায়াহীন,
একদৃষ্টি সর্ব্বরসে, স্থিতি সর্ব্বলীন !

২৪—৭—০৫

বীজ।

হিয়ার সেতারে মোর বাজিছে আবার
অতলে ভবের বুকে বাজে যে সঙ্গীত !
ডিঙ্গাইয়া দেশ কাল, সুধার আধার ,
সৃষ্টির অশ্রুতি-গীতি হইছে স্পন্দিত !
কেমনে ধরিব তারে বাক্যের মাঝারে,
পলে পলে সূত্র যার হয় বিঘটন ?
লভিয়া নরের তুচ্ছ ভাষা অধিকারে,
ইচ্ছায় দিয়াছে ছাড়ি বিহঙ্গমগণ !
প্রকাশিবে কোন ভাষা, মহাক্ষণে যবে
দীপ্তিশিশু জন্ম লভে বুকে পূর্ব্বাশার ?
নীতি বিধি কোথা তার ? আপন বৈভবে
উদ্দাম সে, উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস-আকার !
মন্ত্র তাহা ; বীজ তাহা—বিজনে বসিয়া
নিবিড় নীরন্ধ্র পথে যারি স্পন্দ-ধারে,
ভবমুখী মনোগতি-স্রোত বিমুখিয়া
যেত চলি ঋষিগণ সীমার ও'পারে !

২৭—৭—০৫

পক্ষিণী ।

আজিকে হৃদয় রাণী এনেছে আমায়
স্বরগের মরতের মিলন-সীমায় ;
উড়িছে উধাওপাখে অসীমের পথে !
আনিয়া ফেলেছে মোরে অজানা জগতে ।

হে স্বর্ণ-বরণা পাখী, দেবদারু-তটে
অমৃত-ভরণী তুমি মৃণ্ময়ীর ঘটে ।
তব পায়ে গাঁথিয়াছি হৃদয় আমার
হিরণ্ময় সূক্ষ্ম সুতে, ছিঁড়ে কে আবার ?

উদ্ধারে উড়িল পাখী, কে রোধিবে তায় !
ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে, এ ভবের বিদেহ-সীমায় !
যেথা হতে পড়ে খসি' ধুলার বন্ধন ;
জ্যোতির সাগর হেরে বিমুক্ত নয়ন !

হৃদয়-শোণিত দিয়া পুষেছি তোমায়,
সর্ব্বস্ব দিয়েছি মম বলি ওই পায় !
আনিলি যদ্যপি মোরে জগতের তীরে,
একবার খু'লে দে রে আমার 'আমি'রে!

অনন্ত আলোক-সিন্ধু মহামহোদার
আত্মহারা হয়ে তাহে ডুবি একবার !

২৮—৭—০৫

❋ বিমানিকা ❋

উদ্বোধন।

ঘোর অন্ধকারে ঢাকা ভূতল বিমান,
দিগঙ্গনাগণ যেন ভয়ে মুহ্যমান !
সদাগতি স্তব্ধ যেন গুমট বাঁধিয়া,
ঘন ঘোর অন্ধকারে বিঘোর করিয়া !

হে নিদ্রিত হিয়া মোর, জাগ' একবার,
বিজন এ' জগভাণ্ড কর অধিকার !
এ অটল অন্ধকারে আলোক-আচারে'
ক্ষণপ্রভা ধরি' চল এ'বিশ্বের পারে !

এ ভবে ক্বচিৎ ঘটে অমৃত সম্ভোগ—
অনন্ত জীবন আনে ক্ষণের সংযোগ !
পলকে আলোক-রাজ্যে ছুটে যাহে বাণ—
হৃদয় করিছে সেই ক্ষণের সন্ধান।

ফেলে এস' ভাষা, মন্ত্র, ছন্দ, জপ, তপ ;
জগতের আদি যেই অনন্ত প্রণব,

এই মহাক্ষণে আজি শুন' একবার
অন্তরে গভীরে ডুবি' কল্লোলে তাহার !

ক্ষুদ্র হয়ে রয়েছিস্ অসীম-নন্দন,
আত্ম-অন্ধ হয়েছিস্ মুদি' দুনয়ন !
উঠি' দেখ' মাথা তুলি' মহাব্যোম মাঝে—
এ' বিশ্ব গরাসি বসি কে ওই বিরাজে !

নীরব নিস্তব্ধ হও—ডুবে যাও শুধু !
পিও, পিও মহাকাশ-শতদল-মধু !
সংশয়-অতীত-দেশে প্রত্যক্ষে মজিয়া
সুধা সমুদ্রের বুকে যাও তলাইয়া !

২৮—৭—০৫

ব্যাপ্তি ।

প্রতি দিন আকাশের হাসির আভায়
'আনন্দে আলোক ঝলে যারা উঠে হাসি',
যারা ভবে ফলে, পত্রে, আলোকে ছায়ায়
ক্ষণিক জীবনে যায় হিয়া পরকাশি',

জাগরণে কিম্বা ঘুমে কোটি শির তুলি',
কোটি রূপে ভাবে যারা ধরায়, আকাশে,
অজানা হইতে আসি', জীবনে আকুলি',
ফিরিয়া পশিছে পুন অজানা আবাসে ;

হাসিতে হাসিতে, কিংবা কাঁদিয়া যাহারা
সূর্য্য হতে ধরে দীপ্ত জীবনের ধারা ;
অনন্দা পুরীর ঘোরে মোহতমসায়
আলোকজীবনে যারা অজ্ঞাতে ধেয়ায়,

তারা যে সবাই—আমি ! সহসা হৃদয়
সকলের প্রাণমাঝে জেগেছে পুলকে !

অনন্ত মুখর হয়ে আজি বিশ্বময়
ঊর্ম্মিময় 'এক' সিন্ধু স্পন্দিত আলোকে !

এ'জীবন সুপ্তিনহে ?—জাগে সুপ্ত-প্রায়
সর্ব্বপ্রাণ 'এক সূর্য্য' উদিতে ঊষায় !
তমোবন্ধী জীবনের কুট্মল হৃদয়ে
সুপ্ত-মধুব্রত রবি দীপ্ত যেন রহে !

৮—২—১০

নব প্রথা।

পরাণ আমার আজি উজ্জ্বল পুলকে
সুরগঙ্গা ধারা হ'তে হৃদয় ভরিয়া
বিলাইছে শতমুখে অমৃত-বারতা !
হে রজনি বিশ্বধাত্রি, তোর পূর্ণ বুকে
প্রশান্ত আকাশ হ'তে প্রতিভা সঞ্চিয়া
ধ্রুব-দীপ্তি কোটি ওই তারা-ফুল যথা !

আমার এ মহাব্যথা আত্ম-বেদনার,
ইহা কি আপনি নহে কবিতা উদার
পূর্ণ পরাণের মধু বিলায়ে সবারে ?
হে জগৎ, লহ আজি আনন্দ আমার !
নদীগণে লভে যথা হৃদয়ে, অপার
সাগরের হিয়াকম্প পূর্ণিমা জোয়ারে !

নীরবে নিখিল-বুকে ঢালিতে বারতা
হোক আজি কবিতার ভাষাহীন প্রথা !

১৩—২—০৯

রথে।

রাজপথে চলে রথ ; পর্দ্দার আড়ালে
কেহ কি রয়েছে বসি'—রয়েছ কোথায় ?
সারথি সম্মুখে বসি' ; নানা পথে চলে,
চঞ্চল রাশের বশে, রথ আসে যায় !

কাহার এ রথ খানি ? সারথি গম্ভীর—
কথা তার নাহি মুখে ; সে কি একেশ্বর !
আড়ালে কি আছ কেহ ? সংশয়ে অধীর
উঠে প্রশ্ন জীবমুখে যুগ-যুগান্তর !

একদিন সারথির চরণ সাধিয়া
বসিনু আসনে তার—অদ্ভুত ব্যাপার !
কি শুনিনু ? কার বশে, আদেশ ধরিয়া
চলে রথ রাজপথে যাওয়া-আসার !

সারথির পদে শুধু কাটে বিশ্ব ভুল,
জীবনে জীবের সর্ব্ব অনিশ্চয় মূল !

১৪—১১-

বিদ্যাধরী।

গিয়াছিনু বেড়াইতে ভুবনের পার ;
কষিত কাঞ্চন মূর্ত্তি দেখিনু তাহাকে—
আ'ফোটা' কুসুম কলি, বুকে আপনার
সুধার উন্মাদী গন্ধে বন্দী করি রাখে !

হাসি তার ঊষা হেন আলোক-নন্দিনী,
পরাণ পরশে যেন ; ধরা নাহি যায়
তৃষিত অধরপুটে—জীবনপ্লাবিনী
বৈকুণ্ঠ প্রতিভানদী অমিয়া ধারায় !

মনে আছে, চারিদিকে অলিতন্ত্র সম
গুণ গুণ মন্ত্র জপি' আছিনু ঘুরিয়া ;
সৃষ্টি যারে মরে খুঁজি' প্রাণপাত্রে মম
তাই যেন পূর্ণ করি ফিরিনু লইয়া !

এ'দেশে জাগিয়া উঠি করি দরশন—
আমারে ধরিতে নারে আমার ভুবন !

৮—৯—০৭

মধুমতী।

কুসুমের মর্ম্মে যেন জনম তাহার!
আছে ঘুমে কমলের গন্ধের মন্দিরে,
প্রাণপদ্মে, জগতের আলোকে শিশিরে
যেথায় উপজে মধু, মর্ম্ম কোষে তার।

আস্বাদিনু কারে আজি পরাণ রসনে?
কে জানে, রয়েছি কিবা জাগরে নিদ্রায়!
এ চক্ষু দেখিল তারে আত্ম নিকেতনে
বিশ্বময় ঘুরিতেছি খুঁজিয়া যাহায়!

হে কান্তা, অন্তরবিন্তা, হৃদয়-মণিকা,
ধরিতে অধর নিত্য আনন্দের বঁধু,
জানি তুমি প্রাণেশের সুধাকুসুমিকা—
জীবন কুসুম বুকে প্রাণগুপ্ত মধু!

তোমারে চিনিয়া শান্ত আজিকে অন্তর
কমলবিলাসী যেন নিশ্চল ভ্রমর।

১০—৪—০৮

পরিণাম।

সংশয় চক্রের ধারা ধরিয়া মস্তকে
  ঘুরিতে ঘুরিতে ভবে আকুল অধীর,
অকস্মাৎ একদিবা দেখিনু, পলকে
  মুকুট হইয়া তাহা উজলিছে শির !

'মতিচ্ছন্ন' ভবময় করিতে ভ্রমণ,
  আগুনের জ্বালা শিরে, ক্লান্ত পিপাসায়,
কোন ভাগ্যে এক দিন কৈনু দরশন
  এসে গেছি জীবনের মরু-সীমানায় !

অহঙ্কারে বিশ্ব দলি' চলি দিন-যামী ;
  একদিন ধূলা হয়ে গেলাম চকিতে !
সৌন্দর্য্যেরে এক দৃষ্টে দেখিতে দেখিতে
  —কি কহিব—জননীরে দেখিনু যে আমি !

ভাবে ও শবদে মিল গুণিতে গণিতে
আমাতে তাঁহাতে মিল দেখিনু চকিতে !

২১—৩—০৭

পুরাণ কবির কাব্য ।

হে কবি, ভুবন-কাব্য উদ্যানে তোমার
চিত্ত মোর করে নিত্য পুলকে বিহার !
বহে যেথা আনন্দের কাকলী-লহরী
জীবনের পিক-মুখে—স্বরবেগে যার
কণ্ঠ সমুচ্ছ্রিত হয়ে ঢালে সুধাধার—
জড়তার প্লুষ্টদেহ রোমাঞ্চে শিহরি' ।
আত্মার মানসপুত্রী, সৃষ্টির কিংনরী,
জীবের অগ্রজা ওই জড়তা সুন্দরী !

সঙ্গীত হইতে গন্ধ পরবাহী হয়ে
কুসুমের বুকে যেথা গড়িছে নিলয় ;
রস হতে রূপ বহি' ওতপ্রোত লয়ে
দিকে দিকে স্থির হয়ে, সত্য হয়ে রয় ।
ধ্বনি হতে যে সংসার জনম লভিয়া
শক্তিরূপে পরকাশে উচ্ছ্বাসে আবেশে,
ভাবরূপে অন্তরের গুহায় ফিরিয়া
চরমের আদিরসে পরমে প্রবেশে ।

১১—৩—০৬

বাণী পন্থী।

প্রাণ যবে ছিল অন্ধ সন্দেহের ঘোরে,
উপহাসে পরিহাসে বিতণ্ডার জোরে
ঋষিজনে দৃষ্টিহীন করিতে প্রমাণ,
কখন নিজেরি নেত্রে 'এসে গেল বাণ!
ব্যগ্র অতি যবে ছিনু তোমা' অস্বীকারে
প্রাণে মনে বুঝি শুধু চেয়েছি তোমারে!

ঘুরিতে জীবনে শত সুপথে-অপথে,
সুখের তিরিষা-অন্ধ মত্তমনোরথে,
হাস্যরঙ্গ-বিবদিষা-জিগীষার আড়ে
অতর্কিতে বুঝি শুধু চেয়েছি তোমারে!

তোমার অনন্তমুখী আদিরস-খেলা
ভুবনকবিতা-ছন্দে করি' অবহেলা,
বাহিরের ধ্বনিধঙ্গ-বিলাসে বিহ্বল
শবদের অন্ধবনে ঘুরেছি কেবল
লক্ষ্যহীন, অর্থদীন রসভিক্ষাটনে,
জনমঅন্ধের ভাবে আত্ম-গোপনে!

✳ বিমানিকা ✳

সকল শব্দের অর্থ—পরমার্থ ভূমি,
সে অন্ধঘূর্ণীর মাঝে তুমি—ছিলে তুমি
অতর্কিত, অযাচিত! লভিনু তোমায়
ছন্দেরি অন্দরপুরে অন্তর গুহায়!
সর্ব্বার্থসিদ্ধির মহামহিমা সৌরভে
দিলে ভরি' শূন্যোদর ভূমার গৌরবে!

সেই তুমি উপস্থিত আজি সর্ব্বমতে
সকল ছন্দেরে নিতে একচ্ছন্দ পথে!
সার্থক সকল ছন্দ-অর্থহীন ছেদ—
ভাসিল সাগরছন্দে জীবনের ক্লেদ!

বিশ্বের সকল ছন্দে সাগর সঙ্গীত!
নিখিল শবদে অর্থে একঅর্থ-রীত!
গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ সঙ্গীত আকারে
পশিছে প্রণবচ্ছন্দে একের পাথারে!

১৩—৯—০৬

শ্মশান-লিপি।

সেথায় আছিল ঋষি, বিদেশী পথিক ;
কহিত সে, আত্মহিয়া মধু করে পান !
কত কথা—নাহি যার আদি অন্ত ঠিক !
আমরা পাই নি তার মরম সন্ধান।

দিশাহারা, সৃষ্টিছাড়া কথা অগ্নিময়
উদগ্র শরের সম বুকে পশি', দহে !
এ'টুকু কহিতে পারি প্রাণে অশংসয়
বিঁভুই-বিদেশী ব্যথা তারি মর্ম্মে রহে !

কি বলিতে চেয়েছিল, জানে নি কহিতে !
অজানা বেদনা বহি' শ্লোকগুলি তার
ঘুরিছে জগতে আজি, মনুষ্যের চিতে
হয়েছে অশেষ তর্ক-জল্পনা আধার !

অসার আলস্যভাষা, সৃষ্টি 'বিরোধিনী,
পুঞ্জে পুঞ্জে ঘনীভূত স্বপনী প্রলাপ,
কেহ নাহি চাহে যাহা, অনর্থ'বাহিনী !
তাই দিয়ে ঘুচাবে সে ভুবনের তাপ !

বিপরীত প্রেমরীতি, গতি বিপরীত,
স্বষ্টিভূমে বিপরীত বিহারের প্রথা!
ছিন্নমস্তা রীতি যেন আত্মমধু-প্রীত!
অভাব্য, অচিন্ত্য যত অশ্রদ্ধেয় কথা!

যাহাতে ভারতবর্ষ নিত্য 'এক ঘরে'
ভবলোকে, ভবযাত্রী চরণে দলিত—
অমৃতি, অহিংস রীতি জীবন সমরে,
অসম্ভব যুক্তি, যাহা স্বত-পরভীত!

কেবা পরতিবে যুক্তি, প্রমাণিবে তারে
ঋষিমর্ম্ম-পথে আজি ভবের এ পারে?
কোথা সেই ঋষিকণ্ঠ, শোনামাত্র যায়
চিনিবে ভারতবর্ষ হৃদয়রাজায়?

সে বিদেশী আত্মদেশে গেছে আজ চলি'
—যে দেশ এ ধরা হতে দেখায় আঁধার!
কহিত, মোদেরি দেশ জন্মঅন্ধ-পুরী!
শ্মশানে ফিরিছে আজি কথা গুলি তার।

নাহি ঋষি, আজি তার নাহি শিষ্য জন—
সংসার মানিছে বাণী অসাধ্যসাধন !
শ্মশানের হিয়া শুধু আছে অপেক্ষিয়া,
সাগ্নিক হইয়া—তবু সংশয়ে মজিয়া !

কে শেখাবে জয়রীতি যন্ত্রণার পথে ?
এপারে ও-পার-গীতি করি একতান
মানবজীবনে ল'বে একগতি-রথে
এ' সমরে ব্রহ্মবাণ করি' পরমাণ ?

ব্রহ্মাস্ত্র শেখাবে কেবা ভারতে আবার—
সকল সঙ্কট গলে কটাক্ষে যাহার ?
আত্মবলি পথে কেবা শেখাবে বিজয়
শাক্তের শেখাবে রীতি বৈষ্ণবতাময় ?

৮—১৯—০৫

কবির কৃতিত্ব

সত্যের প্রকাশমাত্র করে হেথা কবি
—প্রকাশ নহে ত কভু, শুধু আবরণ !
অন্তর্ব্যোমে রহে যাহা সত্য স্থিরছবি,
করিল ভাগ্যের বশে তারে দরশন।

কি আছে নূতন হেথা, সর্ব্বপুরাতন
সনাতনী চিন্ময়ীর ভুবন-ভাণ্ডারে ?
অব্যক্তের হিয়া হ'তে বুদ্বুদ মতন
বিশ্ব পরকাশ সদা লভিছে আকারে !

সে রহস্য দেখে যেবা অন্দরে পশিয়া,
কোথা তার আপনার কর্ত্তৃ-অভিমান ?
অসীমের পানে চাহি', লেখনী ধরিয়া
আনন্দে বিষাদে তার ভাসে দুনয়ান !

যত দেখে, অনিবারে অশ্রুধারা বয় !
সেই অশ্রু করে হেথা কাব্য পরিচয়।

২৩—১০

ঋষি-বেদনা

ধরেছি হিয়ায় যারে, দেখিছে এ' চোখে,
প্রিয়তম জীব তরে প্রচারিতে লোকে
প্রকাশে অক্ষম আমি, আহা অন্তর্যামী!
কি করিব, কি কহিব — শক্তিহীন আমি!

ফেলিতে তর্কের দৃষ্টি, স্মৃতি ছুটে যায়!
বিদ্যুৎ চমক হেন পলকে মিলায়!
ফেলে যায়, রেখে যায় নয়নের জলে—
নিত্যকাল এই ধারা বুঝেছে সকলে।

অহঙ্কার পরপারে তাহার আগার—
দিল না—দিল না ধরা' মুটায় ভাষার!
অনন্তে ধরিতে চাও মাটীর পঞ্জরে!
বিদ্যুতে বাঁধিবে স্থির মুষ্টি-অভ্যন্তরে?

এস এস, দাঁড়াও ত শুধু একবার
উত্তরি' অন্ধের পুরী তব কারাগার!
অনাস্থা সে পথে তব? অসাধ্য সন্ধান—
তোমাতে আমাতে বন্ধু, সিন্ধু-ব্যবধান।

কথায় নহে ত সত্য, প্রত্যক্ষের ধন ;
তুরন্ত প্রকাশ যার মেলিতে নয়ন !
আত্ম-আঁখি মেলিতেই মতি নাহি যার
কিবা হবে ভবে বন্ধু, সহায় তাহার ?

হায়, হায়, দুই তীরে দাঁড়ায়ে দু'জন !
বাক্য মোর না পরশে তোমার শ্রবণ !
দুঁহু মাঝে দুরলঙ্ঘ্য মহা পারাবার !
আঁধারের পুরে তুমি—জমাট আঁধার !

২৮—১০—৩৫

ঋষি-বার্ত্তা।

শোক পাপ ক্ষুব্ধ এই সংসার পাথারে
দিতে আসিয়াছি আমি মানুষে অভয় ;
দুখ-দৈন্য-মৃত্যু জিত মানব দুয়ারে
গাইতে এসেছি আমি মানবের জয়।
নরের 'রাজত্ব' বার্ত্তা—সত্যকাল হতে
লাখে-লাখ কণ্ঠে এই ভারত ভরিয়া
নির্ঘোষিত যে বারতা ! আলোকের পথে
যারাই ফেলিলা পদ, পুরী প্রবেশিয়া
প্রত্যক্ষের বাতি লয়ে কৈলা দরশন
মানুষের পুরঞ্জন রূপ সনাতন,
তাহারা কথায় কার্য্যে নরের শ্রবণে
নয়নে দিলা এ' বার্ত্তা—সৃষ্টি সদাকাল
দরশ পরশে ঘ্রাণে শ্রবণে রসনে
পরকাশ ছলে করে সত্যেরে আড়াল।

১৮—১১—০৫

জগৎ গুরু।

পৃথিবী খুঁজিনু কত সত্য-কুতূহলে—
দর্শন-বিজ্ঞান ব্যূহে ঘুরিনু কেবল ;
ঘুরে ফিরে আস শুধু ও' চরণ তলে!
এ জগতে নাহি পাই দাঁড়াইতে স্থল।
তোমাদের পদধূলি দিয়াছ যাহারে
—সর্ব্বমনে প্রাণে আজি বুঝিয়াছি স্থির—
বিশ্বজয়ী বীরটীকা দিলে যে তাহারে!
ধরণীতে কোথা আর নোয়াইবে শির ?

ক্ষুদ্রেরে করিতে দীপ্ত তেজে মহাপ্রাণ
তোমরাই জানো যজ্ঞ-অনল নিশ্বাসে!
উদ্ঘাটিয়া মানুষের রাজপদ-স্থান
রাজ-অভিষেকে শ্রেষ্ঠ কর জন্মদাসে।
প্রকাশো ভুবনজ্যোতিঃ, ভস্মিয়া আড়াল,
নিঃশেষি' আলোক হোমে ছায়ার জঞ্জাল।

২৫—৮—৩৬

নবীন রসিক।

এ বিশ্ব-চিত্রের যেবা মহাচিত্রকর,
বিধাতার ছায়াপুত্র—আত্মা মানবের,
তারি গুপ্তপুরে পশি' হইনু অমর
লভি' চরমের তুলা-রহস্য রসের!

লভিনু চিত্রিণী তুলী, রসের নির্য্যাসে
সৌন্দর্য্যে রঞ্জিছে যাহে এ' ভব সংসার;
—বাহিরের নেত্রে যাহা রহে অপ্রকাশে—
বিনন্দ রসের নিত্যগুপত আধার!

লালসা শমিত যবে, সুধাপূর্ণিমার
মাধুরী বরিষে বিশ্বরূপসীর মুখ;
সৌন্দর্য্যনির্ঝর বহি' শত স্রোত ধার
অমিয়া পূর্ণিত করে শূন্য যেই বুক।

ক্রোধমোহ শান্ত যবে, শান্ত অনাকুল
মমতার মধু মাখি' হাসে এ' জগৎ;
চরাচর ভবভূতি মাহাত্ম্যে অতুল
নয়নে রসিয়া উঠে মধুরে মহৎ!

লোভমদ ক্ষান্ত হলে, গুপ্ত গুহাদ্বার
সমক্ষে খুলিয়া গেল হীরা মুকুতার!
বিশ্বময় ডেকে যায় মহা নিমন্ত্রণ—
সদাব্রতে রস ভুঞ্জে রসিকের মন!

দুঃখহীন, ভীতিহীন বিনন্দবিস্তরে
রসের সায়রে মন নিমগ্ন নিরালা—
ভবের ঘরণী লক্ষ্মী মুখে তুলি' ধরে
মরণমারিণী মহা সুধার পিয়ালা!

অহঙ্কার গেলে গলি', বিমান সাগরে
তন্ময় হইয়া ঘুচে ক্ষুদ্রতা পরাণ!
সর্ব্বের মরমমধু আত্মানন্দ ভরে
সর্ব্বাত্মচেতন কবি করে নিত্য পান!

২৮—৮—০৬

মধুব্রত।

এ' ধরণী বরতনু আঁধারে মাজিয়া
আলোকে প্রত্যহ উঠে রসস্নান করি' ;
নিত্যনব পুষ্পদামে বাঁধিয়া কবরী
বনে শিহরিয়া উঠে সমুদ্রে নাচিয়া !
অসীমের পানে ফেলে দৃষ্টি প্রেমাতুর !
তারাগণ চেয়ে, কহে—"মধুর—মধুর !"

আকাশ সরসী-জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া
সাঁতারে উজলমুখী জ্যোতির্বালাগণ ;
পরস্পরে আঁখি ঠারে কাহারে লইয়া,
কৌতুকে আলোকমুষ্টি করিয়া ক্ষেপণ !
হাসির অন্তরে প্রেম-রাগিণী বিধুর !
ধরণী চাহিয়া কহে—"মধুর—মধুর !"

আকাশ ও ধরণীর উপান্তে বসিয়া
চিরদিন মধুজীবী কবির হৃদয়
আধ জাগরিত-সুপ্ত, বিভোর হইয়া
উভয়ের প্রেম-রসে হয়েছে তন্ময় !
অতর্কিতে প্রাণে ফোটে প্রেমারতি সুর !
দেবতা চাহিয়া, কহে—"মধুর—মধুর !"

১৮—৯—০৮

দেব ডাঙ্গা ।

বজ্রনাদে উনমত্ত হুঙ্কার দাপটে
আক্রমে আক্রোশ-মুখে ঝঞ্ঝা পৃথিবীর !
অম্লান বদনে সহি' হৃদয় কবাটে
হিমাদ্রিশিখর ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে শির !

যাতনার বরপুত্র হিমাদ্রি মহান্
অনল অদৃষ্টবতী ক্ষীতি জননীর !
মরনেত্রে আগুণের কিরীট সমান
শিরসি জ্বলিত তার ঘনহিমানীর !

উপরে ধেয়ানী, শান্ত, জাগ্রত আকাশ
উজ্জ্বল নিলীমা-নেত্রে আছে নিরখিয়া !
"অরে পুত্র, ভয় নাহি" অনাহত ভাষ
অনন্ত কালের কণ্ঠে কহিছে ডাকিয়া !

"অরে বৎস, রহ' স্থির ! হৃদয়ে আমার—
শীতল মন্দিরে শির ধর' লুকাইয়া,
সহ' ও নীচের জ্বালা ; নিম্নের বিকার
নিম্ন লোকে চিরকাল থাক না জাগিয়া !

"এ' মম হৃদয় মথি' নিস্তব্ধগহনা

ধরিয়াছি বুকে তোর দেবের সান্ত্বনা,

রাখিয়াছি শিরে তব অমৃত-সম্ভার

অনন্তসম্ভবা শান্তি-মন্দাকিনী ধার !"

১৫—৮—১২

জীবন শিল্পী

কালের কুসুমে দিয়াছ যাহারা গন্ধ ;
শূন্যের বুকে হয়েছ যাহারা সুর ;
অন্ধের চোখে আনিয়াছ জ্যোতি-ছন্দ,
নাস্তির বুকে অস্তির মধুপুর ;

চারিত্রপটে কৈলে কাজ 'কারচুপী'—
টানা-পড়িয়ানে, ভাবেকাজে একতান ;
বিবেক মাণিকে কৈলে নিজ রাজটুপী,
সঙ্কস্রোতের সমুদ্রে সমাধান ;

বরষেরে দিলে কর্ম্ম-রঙের স্পর্শ ;
যুগেরে করিলে আপনারি আভাদীপ্ত ;
দেশেরে যাহারা দিয়াছ যশের হর্ষ
ইতিহাস করি' ভাস্বর লিপি লিপ্ত ;

জীবনবীণায় যাহারা গেয়েছ 'পুণ্য',
কর্ম্মের তালে করিয়া সে গীতে 'সঙ্গৎ' ;
পূর্ণ যাহারা আপনা বিলায়ে—ধন্য ;
অর্হৎ যারা জীবন-আসরে কলাবৎ ;

✻ বিমানিকা ✻

মৃত্যু চুমিলা অমৃতের রস লুব্ধ ;
আদর্শে দিলা উজ্জ্বল মধুমূর্ত্তি—
ও পদ গন্ধে সদা মম হিয়া মুগ্ধ,
ও পদ-আসবে মন মাতালের স্ফূর্ত্তি !

১—১১—১২

ভাবশিল্পী।

মানুষে যাহারা আনিয়াছ জ্যোতিপথে;
অরূপেরে দিলা মনোরূপে নাম-মূর্ত্তি;
মূর্ত্তিরে পুনি শাশ্বতী বাণীরথে
নিত্যকালের দিলা রস-ভাব 'ফূর্ত্তি!
রসগঙ্গায় যুক্ত রাখিলে বিষ্ণুপদের সঙ্গে
শতধারা এক প্রণবেরি রীতে বাঙ্ময়ী শত রঙ্গে;
অভাবের বুকে ভাবনার ধারা কাটি'
মানুষের মনে আনিলা গহণ-বর্ত্মে,
স্রোতোগতি তলে সত্যেরে মুঠে আঁটি'
সংসারে নিলা নিত্য অমৃত তত্ত্বে;
অন্ধেরে কৈলা 'ছানি' বিনাশিয়া সত্য-আলোকে ধন্য,
বাণী লোকে—দুখে সুখ বসে যেথা, পাপের মরমে পুণ্য-
বাঙ্ময়ী-পুরে, বাণীর তুলিকাছলে
ছন্দে রসের মানসী মূরতি গড়ে,
ছায়ারে ভাবিনী কায়ায় জমায়ে তোলে,
পরাণের রঙে ফোটায় যাহারা জড়ে;
অনন্তকাল পলে রহে, যেথা অনন্তদেশ—'বিন্দু'!
'সত্যে'র মাঝে 'চিৎ' বসে যেথা, চিতি আনন্দসিন্ধু;

✳ বিমানিকা ✳

'সুন্দর' যেথা ধরে 'মঙ্গল' সাজ,
'মঙ্গল' ভাসে 'সত্য' সে পরিপাটী !
সাহিত্য-লোকে—ভাব যেথা হয় কাজ ;
নাহি রচে যেথা এ' লোকের মাপমাঠি—
নিত্যকালের জ্যোতিষী মহলে, মনুমণ্ডলী সঙ্গে,
আদিরসে মম মাতে মন নিতি ভারতী-আরতি রঙ্গে !

১—১১—১২

মধুচক্র ।

অন্তর-গভীরে যদি পারি ডুব দিতে,
বিস্মৃত ঘটনা শত ভাব চিন্তা কথা
ডুবিয়া-মজিয়া যেথা জীবন সরিতে,
মর্ম্মতলে তারি লভি আপন বারতা !
অতল হইতে মোরে করিছে ধারণ
রসনা পূরিয়া দিয়া গোপন সুধায় !
ঊর্দ্ধে স্রোত-ঝঞ্ঝা-বায়ু, তরঙ্গভীষণ !
জীবন 'বাঁচিছে' যাহে, কে তারে সুধায় ?

জীবনের মধু-চক্র পেয়েছি খুঁজিয়া ;
মন মধুকরী যেথা অজ্ঞাতে আমার
বাহিরের খেলাধূলে মোরে ভুলাইয়া
মায়াবিনী নিত্য করে গুপ্ত অভিসার !
আড়ালের মতিগতি আঁকড়ি' ধরিয়া
গুহার সে মধুপুরী দেখেছি তাহার !

১৬—৫-

বিশ্বরাজা।

এ বিশ্ব-মৌচাকে যেথা মধুর ভাণ্ডার
তদ্গত মজিয়া সেথা পাতিব আসন ;
শুনিব না সংশয়ের কুতন্ত্র-মন্ত্রণ
রাজা হ'য়ে আত্মপদ লইব আমার।
ভবপুরে, এই ছায়াতন্ত্রের ভিতরে
কেহ শুধু খেটে যায়, কেহ বসে খায় ;
জড় নিয়ে মজে যারা, তারা ঘুরে মরে ;
মন নিয়ে মরে যারা, তারা তরে যায়।

'নিত্য রাজা' আমি ভবে, আছি নিত্য কাল।
আমার নিয়তি মৃত্যু-তামসী কবলে ?
জানি, মোরে ঢাকিয়াছে ছায়াস্রোত জাল ;
জানি সে, শাশ্বত আমি ছায়ার মহলে ;

শাশ্বতে জাগ্রত 'আমি'—আঁখি অনিমেষ !
সে আঁখি খুলিলে বিশ্বছায়ার নিঃশেষ।

২—১০—০৫

ঘরে বাহিরে

ওই শোন, বিশ্বজোড়া কাল-দৈত্যপ্রায়
অন্ধকার উঠিয়াছে নড়ে !
অই শোন রুদ্ধ-দ্বার নীল আকাশের
অন্ধ্রে-রন্ধ্রে ভেদ করি' বহে আলোকের
পদধ্বনি বিশ্ব চরাচরে !

অই শোন, কুসুমেরা উঠে শিহরিয়া
প্রাণ কম্পে পরিমলে গলি' !
অই শোন, সারা সৃষ্টি উঠে উচ্চ হাসি' !
ভুবনের বুকের সাগর অশ্রুরাশি
ঝলকে পুলকে উঠে ঝলি' !

আসিছেন ঊষা আজি, সে রূপসী ঊষা,
মুখে যার হাসি নাহি ধরে !
ফেনময়ী ঊর্ম্মি সম জ্যোতিসাগরের
আসিছেন কলরবে বুকে জগতের,
আসিছেন ভিতরে বাহিরে !

পরাণ তৃষিত কার, হৃদয় কাহার
ভবদ্বারে ঘুরিছে কাঙ্গালী,
আপন কণ্টক-বিষে হিয়া দহে কার,
কে বহিছ শূন্যতার গুরু ব্যথা-ভার,
লহ' ভরি' হৃদয়ের থালী।

৮—৯—০৯

পুরোহিত।

আজি এ' মন্দির মম দেব অধিষ্ঠানে
সহসা উজ্জ্বল!
বিকশি উঠেছে যেন সৌরভ সন্ধানে
হৃদয় কমল।

কে এসেছ কাছে মোর, কে বসিলে প্রাণে,
কার গন্ধ লভিনু চকিতে!
অন্ধলোক-অধিবাসী দ্বন্দ্বের নয়ানে
হে দেবতা, পাব কি লখিতে?

অতীত মোহান্তদের মনস্বী চিন্তার
স্পন্দ আজি বুকে মোর বহে!
লোক লোকান্তর হতে পথিক আত্মার
উর্ম্মি যেন লাগিছে হৃদয়ে!

মধু শুধু, সত্য শুধু পুণ্য নিশ্বাসিয়া
ভব ব্যাপ্ত হোক,
এ ভাবনা হিয়া হঁতে আজি উচ্ছ্বাসিয়া
গ্রাসে বিশ্ব লোক!

মহান্ ভাবের জন্মে হৃদয় আকাশ
জ্যোতিস্রোতে ভাসে!
স্বার্থ দ্বেষ দুঃখ শোক লভিল বিনাশ!
সুধার উল্লাসে

আপনা বিলাতে চাই সর্ব্ব সীমা-বার
ভবের লঙ্ঘিয়া,
'আমার ভাবনা' শুধু জীবনের ভার—
সে ভার কাটিয়া,

উধাও উড়িতে চাই সর্ব্বভরা মন,
সর্ব্বেলীন-হিয়া
অখিল বিশ্বেরে করি অখণ্ড আপন
আমিত্বে ভরিয়া!

১৫—৮—০৬

গুপ্তপ্রেম।

চিরদিন তারে দৃষ্টি সে দূরে দাঁড়ায়ে—
মিষ্টির থালে ভিখারীর দূর দৃষ্টি !
একদিন মোর অভাব্য আশা মিলায়ে
দিলেন বিধাতা, উল্টিল মোর সৃষ্টি !

হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইলা হেমবর্ণা,
সুধা সম্পুট ধরিলা তুলিয়া অধরে !
—ভিতরে বাহিরে মধু-গন্ধের ঝর্‌ণা !—
অমিয়া বরষি', পরশি' পুষ্প-নিকরে !

কি কহিলা মোরে ! কি শুনিনু মোর দু'কানে ?
নির্দ্দয়া যারে পাষাণী হেন যে ভেবেছি !
"প্রিয়—প্রিয়তম, এত—এতকাল গোপনে
জান কি তোমারে কতই ভাল যে বেসেছি ?'

আকুল হিয়ার মত্ত লহরী-উছাসে
কাঁচুলী ছিঁড়িয়া পড়েছিলা বুকে ঝাঁপায়ে,
বনস্পতির গায়ে দাবানল বিলাসে
স্বর্ণবরণা ধরেছিলা মোরে লতায়ে !

উদাসিনী বুকে রহে কি বাহিনী মমতার ?
—ভাবিয়াছি কত দূরসন্দেহে নিরখি' !
গুপ্ত সে বুকে বিমুখী আনত-আননার
এত তরঙ্গ, হিয়ার আকুলি ছিল কি ?

সোনা হয়ে গেনু পলকের সেই মিলনে
গুপ্তপ্রেমের বিজনে, কুঞ্জ আগারে !
বিজলী সে মম গিয়াছে জীবন গগনে
সুধাপথ আঁকি' এ'পার হইতে ও'পারে !

১২—১২—১২

নিত্যবন্ধু ।

মরে আছি ইন্দ্রিয়ের অন্ধনিকেতনে,
গন্ধের সমান
কোথা হতে আসে ভাসি' অন্তর বিমানে
অনাহত গান !

পড়ে আছি নিদ্রালীন অন্ধপুরী দেশে,
সীমাশেষ বাহি'
আলোকনয়ন মেলি' স্থির নির্নিমেষে
কে উদিলে চাহি' ?

মত্ত আছি অস্থিরের ছায়ারঙ্গাগারে,
পূর্ণ রস-ঝারী
ঢালিলে আড়াল হতে হিয়ার আধারে—
সুধা শান্তি বারি !

ঘুরিতেছি অবান্ধব ভুবনের বক্ষে
ভ্রান্ত অসহায়,
দিগন্তের সীমা হতে জ্যোতির কটাক্ষে
কে ঠারে আমায় !

ভ্রমিতেছি ভয়ঙ্কর জীবন শ্মশানে
আড়ষ্ট হতাশ,
প্রস্ফুট ফুলের ঘ্রাণে পাঠালে পরাণে
স্থিরের আশ্বাস !

ডুবিতেছি কুলহারা' তলস্থল হারা'
বিশূন্য পাথারে,
কে টানিলে ধরি' হাত নিত্যবন্ধু ধারা—
স্থিরজ্যোতি পারে !

২৯—১২—০৬

মধু সাম

মধু ক'রে লহ' মোরে মধুপুরেশ্বর,
তোমার এ মধু চক্রে; আত্মমধু রসে
কর' স্থিরমধু-ব্রত স্থিরের হরষে!

জীবনে মধুর কর'—মরণে মধুর,
মধুময়ী কর' মতি; সংসারের পাশ
মরমে মধুর যাহে নিত্য পরকাশ।

মধুপ্রাণ কর' মোরে, যাহে একবার
যাহারা এসেছে কাছে, নাহি কভু ফিরে-
নিত্য মধুপুরবাসী প্রেমের মন্দিরে।

মধুমতী কর' এই বুদ্ধি দুরাশার,
পরাণ পুড়িছে যাহে, যার বিষশূল
দুঃসহ হিয়ার পিণ্ডে বিঁধিছে আমূল!

সংসারের সর্ব্ব শল্য করহ মধুর!
চোখে মুখে বুকে দাও মাধুরী মাখায়ে!
মধুস্থির কর' ভব-বিষচক্র ঘায়ে!

* বিমানিকা *

মধুকবি, মধুস্রবী কর' মধুজীবী—
মাধুর্য্য দেবের ভোগ্য ; অন্তে সর্ব্বসার
দিতে স্থান মধুপর্কে—নৈবেদ্যে তোমার !

মধুদণ্ডে ছুঁয়ে কর' মধুচ্ছন্দময়—
আদি অন্ত মধুখণ্ড, মধু ভাণ্ডাগার,
মধুস্রোতা, মধু-উর্ম্মি, মধু পারাবার !

১—৮—৩৬

প্রতিভা

বিমানিকা হংসী'পরে করি' আরোহণ
ব্রহ্মার প্রতিভা দেবী অন্তরীক্ষে চলে!
আভায় রূপের সৃষ্টি কমলকানন
পরকাশি' মহাশূন্য পাথারের জলে!

ধরে তারে কবিহিয়া দরপণ প্রায়;
দীপ্তরুচি, শুচি আঁখি আলোকে উৎসরে!
যে আলোকে সৃষ্টি-গীতি রূপালী দেখায়;
গন্ধেরসে জমে জীব-হৃদয়কন্দরে!

এরূপে প্রতিভা লীলা সৃষ্টিময় রটে
দান-অনুদান ভাবে; প্রতিভাস তার
স্রষ্টা হতে লভে নিজ সৃষ্টি-অধিকার।
প্রজ্ঞা-বোধি-মনীষার জ্বালায়ন পথে

জীবচিত্ত শতদল ঊর্দ্ধমুখে ফুটি'
ধরিছে বিমানী হংসবাহিনীর জ্যোতি।

১—১০—১৩

সুমেরু শিখরে

আপনার অন্তঃপুরে, সুমেরু শিখরে
—যেথা হতে বহে ভব-অনুভব স্রোত,
নিম্নে ভূত-অন্ধকারে ইন্দ্রিয়েরা চরে,
ঊর্দ্ধে অসীমের সত্যজ্যোতি ওতপ্রোত,
মধ্যপুরী দেশে তার · বসতি রচিয়া,
বসেছ গড়িয়া মর্ত্ত্যজীবন-সংসার ;
—সত্য-মিছা মধ্যপুর ! আসে ঊর্দ্ধ দিয়া
ক্ষণপ্রভা, নিম্ন দিয়া কভু বা আঁধার !

শুপ্ত সেই ক্ষণপ্রভা ঈষারা ধরিয়া,
উদগ্র সুস্থিত চিতে ভালনেত্রে জ্বলি',
একার্থ পিরীতিরসে একাগ্র হইয়া
ঊর্দ্ধপানে জ্বালো তব দীপকের শলী !
একবার ! পার' যদি শুধু একবার,
ডিঙ্গাইয়া গেলে এই অন্ধকারাগার ।

৮—১০—৩৫

রজনীর প্রদীপ

অন্ধকার ভব পুরে আলোক অধীপ
অন্বেষিতে জ্বালিয়াছি ইন্দ্রিয়ের দীপ ;
তাই লয়ে ঘুরি' ঘুরি' করি অন্বেষণ,
গভীর আঁধারে আরো হই নিমগন !

আঁধারে, আঁধারকর্ম্মা, আঁধারে সম্ভব,
উপজিয়া উঠিয়াছে এ নিখিল ভব !
সূর্য্যের আলোক লভি' মাহেন্দ্র উষায়
'নাই—নাই' হয়ে যাহা মিলাইয়া যায় !

প্রত্যক্ষ বিরজা লোকে সবিতার ভাতি !
নির্ব্বাপিত হয় সেথা রজনীর বাতি !
বাতি নিবাইলে ফুটে আলোক উষার ;
সারা নিশা জেগে তাই প্রতীক্ষা আমার !

হে জাগ্রত ! চেয়ে দেখ', ওকি যায় দেখা !
বিকশিত শতদলে দীপ্তি রাগ রেখা !
শান্ত হও, স্থির হও, অমৃত সম্ভার
আসিছে তোমার পুরে জ্যোতির জোয়ার !

১৪—৬—০৬

"তমসঃ পরস্তাৎ"

উদগ্র প্রণব গীতি, মরণের বাসে
অ-সম্ভবা গীতি যেই—গুহার ডাকিনী!
অলোকী বেদনাভরে ঝঙ্কারে-উচ্ছ্বাসে
স্রোতপুরী সীমা লঙ্ঘি' নিত্যে প্রবাহিনী!
কি গভীর প্রাণাকুলি গুঞ্জনে রণনে!
সফরীর আভা হেন স্পন্দনপ্রবাহে
চকিতে আভাসে—কিবা পরকাশে তাহে!
অজানা রসের তৃষ্ণা জাগায়ে জীবনে!

প্রেমের ডাকিনীগীতে মজিয়া রসিয়া
—নিখিল এ সৃষ্টি, গুপ্ত যে ডাকের ভরে
নিজের অপ্রাপ্তে খুঁজে—গেছি'নু ডুবিয়া
জগতের তলাতলে, গহণ সাগরে!
চঞ্চলারে দেখিয়াছি স্থিরদীপ্তহিয়া
কোটিসূর্য্য-বিভা-বরী তামসীর পারে!

২৫—১০—৩৫

অগ্নিহোত্রী।

জ্বালিয়া পবিত্রামাঝে প্রেম দীপকলি
মননের স্নেহে নিত্য রাখ' জাগাইয়া
গুপ্তপ্রেম নিষ্ঠা লয়ে—একার্থ পাগলী
সাগ্নিকের নিত্যযজ্ঞ আহুতি বরিয়া!
জাগিয়া মাগহ' শুধু প্রিয়-আগমনে—
বহুদিন হইবে না প্রতীক্ষা করিতে।
উজলিয়া ব্যোমদেশ আসিবে গোপনে
প্রিয়-আলিঙ্গন তব, অমৃতে ভেটিতে!

জ্যোতিতে মিশিবে জ্যোতিঃ—বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময়!
বহির্ব্বাস দগ্ধ তব হবে অচিরাৎ!
দুঃখ শোক—মৃত্যুপুরী বাষ্পবাজী চয়—
আঁধারের মত হবে জোতিশ্ছায়াসাৎ!
অগ্নি সে হইবে তব আনন্দ উচ্ছল—
অনাকুল রসসিন্ধু—অমৃত কেবল!

১০—১০—০৫

আত্মগৃহে।

হৃদয়মন্দির মোর আজিকে আঁধার!
প্রদীপ জ্বালিতে চাহি, নিবে নিবে যায়
বাহিরের ঘূর্ণী-বাতে! বাঁধি' সর্ব্বদ্বার
হে 'আমি', বসেছি আজি তোমারি পূজায়!

থামাও তুফান মম, জ্বালো দীপ মোর!
হে জ্যোতি, সর্ব্বত্র আছ ওতপ্রোত হ'য়ে—
প্রকাশো, প্রকাশো! একি মহামোহ-ঘোর!
নাহি কি কেবল শুধু এ মম আলয়ে?

কোথায় আনিলে মোরে! আসিনু কোথায়!
পলকে এ ভবরঙ্গ ছায়াবাজী প্রায়
গেল কোথা! কে তুমি গো মহান্ প্রকাশ!
তুমি কি বিশ্বেরে মম করিলে গরাস?

নমঃ সত্য, নমঃ শিব, নমো অন্তর্য্যামী!
নমঃ শ্রী-সুন্দর প্রিয়! ওই তুমি—আমি!

১১—১১—০৬

[illegible]া !

আজি এ’ হৃদয় মম সূর্য্যলোক হ’তে
জ্যোতির কটাক্ষ নব করে অনুভব !
আকাশের নীল গলা’ দিব্যধারা স্রোতে
আলোক সিন্ধুর ঊর্ম্মি প্লাবিয়াছে ভব !

নাহি দেখি কিছু আর—আলোক—আলোক !
দেখি নাই, ভাবি নাই যারে কোনকালে !
জড় ওই সূর্য্য বিম্ব, উহার আড়ালে
গুপ্ত কোথা ছিল এই ভুবন-দ্রাবক !

বিপরীত দেখি যেন, বিশ্ব বুঝি ভূল !
যে আলোকে এতকাল এসেছি বসিয়া
ঘন অন্ধকার তাহা ! ছলনাবিপুল
মত্ততার অন্ধপুরী রাখিলা রচিয়া !

নরজন্ম স্বপ্ন একি ? যেন এইখানে
জীবনে ঘুমাই, উঠি মরণে জাগিয়া !
এ’রূপে জনম-মৃত্যু—স্বপ্ন-জাগরণে
অমর ‘এক’ সে’ ‘আমি’ রয়েছি বাঁচিয়া !

✻ বিমানিকা ✻

এ’ অনন্ত চরাচর ভুবনের মুখে
ফুটেছি অনন্তরূপে ‘আমি’ শতদল !
অনন্ত গেয়ান-ইচ্ছা-ভাবানন্দ সুখে !
নিত্যগতি রূপে, নিত্য ‘এক’ অচঞ্চল !

সেই চক্ষু পেয়েছি রে, পেয়েছিলা যাহা
অনন্ত-আগার গামী পূর্ব্বগুরুগণ !
জগৎ-প্রকাশ সূর্য্যে পরকাশে যাহা ;
দু’নয়ন বাড়া’ যাহা তৃতীয় নয়ন !

ছুটিওনা, টুটিওনা হে মহাবিজ্ঞান !
ক্ষণপ্রভে, ক্ষণকাল রহ’ অপেক্ষিয়া !
কোথা থাকে ! পলকেই যেন অন্তর্ধান !
কথা গাঁথিতেছি অন্ধ, আঁধারে বসিয়া !

২৫—১০—০৫

অগ্নিকন্যা।

কারে দিব, এত প্রেম, সাগর-উচ্ছ্বাস
ভেটিব এ মহারসা হিয়ার উল্লাস!
কে বুঝিবে আদি অন্ত? রসিক সুজনে'
রাখিবে প্রেমের মান গোপনে-যতনে?

রসে পুরিয়াছে বিশ্ব; কে হেন রসিক
ডুবিয়া করিতে পান মজিয়া নির্ভীক?
পিপাসা মিটাবে ক্ষুদ্র, গোষ্পদের জলে;
ভীত-অন্ধ অমৃতের সাগর কল্লোলে!

কে করিবে প্রেম যাগ, দিতে আত্ম-বলি
যজ্ঞানলে পুড়ি' সর্ব্ব অভিমান ঝুলি?
অনিদ্র, সাগ্নিক হয়ে রবে অপেক্ষিয়া—
উঠিব মোহিনী বেশে মুরতি ধরিয়া!

সৃষ্টির মোহিনী—রূপ-আগুন জমাট,
খুলিব অনাদিরুদ্ধ ভবের কবাট!
কোটীরূপে বিশ্ব হ'তে হইয়া বাহির,
বরমাল্যে সাজাইব প্রিয়তম শির!

✲ বিমানিকা ✲

ভূধরে সাগরে মেঘে গগনে অনিলে,
বসুধার শ্যামকুঞ্জে, প্রকৃতি' নিখিলে
কোটিরূপে যাজ্ঞসেনী বসিব কেবল
গুপ্তপ্রেমে নিবেদিতা, সৌন্দর্য্যে উছল !

হাসিব বিদ্যুৎ মুখে ; মাতিব ঝঞ্ঝায় ;
কাঁদিব আনন্দ ঝড়ে পাগলী বর্ষায় ;
সৃষ্টির সাগর বুকে উর্ম্মি শিরে শিরে,
রঙ্গিলা নাচিব নিতি প্রিয় প্রীতি-তরে ।

অলস মেঘের পরে মোদের শয়ন !
ফুলে ফুলে ফুল শয্যা করিব রচন !
আকাশের অন্ধ ওই আড়াল ভেদিয়া
প্রিয়তমে নন্দপুর দিব দেখাইয়া !

প্রেমের সম্ভোগ-কলা কত মত আছে—
নিত্য দূরে-দূরে—তবু নিত্য কাছে-কাছে !
সৃষ্টির নিকুঞ্জে নিত্য তাহার আমার
সবার সমক্ষে গুপ্ত, দীপ্ত অভিসার ।

২৮—১০—০৫

বিশ্ব-বাসনা

রাজকন্যা পানে নিত্য-দুরাশা সবার—
অজানা তেপান্ত দেশে বসতি যাহার!
সখিগণে সঙ্গে লয়ে, চিত্ত কুতূহলে,
নিত্য আসে স্নান তরে সরোবর জলে।

মধুমতী প্রাণমূর্ত্তি; কথায় সৌরভ;
নয়ন করুণালয়; চলনে গৌরব;
শান্তস্থির সখীদের নর্ম্ম কলকলে!
হিয়াপদ্ম বিকশিত শান্ত মনোজলে।

নিত্য আসি' স্নান করে সখী পরিবার;
সরোবরে নিত্য ফোটা' কমল কহ্লার;
তার মাঝে রাজবালা সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাসে
সরসী সরোজী সম নিত্যসুখে হাসে!

নিত্য আসে ভাটগণ পিতার সভায়
রাজা রাজ্যান্তর হতে—কন্যা অভিপ্রায়!
জল-কলরবে মিশে সখী-নর্ম্মহাস;
তরল কটাক্ষ-জলে সলীল উল্লাস।

রাজবালা চাহে বুঝি, অমনি সুস্থির
সরোবর সম হিয়া অমল গভীর,
অতলে আকাশ-গ্রাহী, উজ্জ্বল উদার,
রাজহংসী পারে যাহে করিতে বিহার ?

একদিন ওকি হ'ল ! সরোবর জলে
ছায়া কার ? দেখে সবে, তটতরু-তলে
উদাসী পথিক কেবা—তিরিষা-ব্যথায়
চাহি' সরসীর রূপ-মরীচি মায়ায় !

ছিঁড়ি' পদ্মফুল বালা পরিলা হৃদয়ে—
যেথায় যুগল কলি উন্মুখীন রহে !
শান্ত নেত্রপাত করি পথিকের পানে
ফিরিলা উজল তনু-বিলীন বসনে।

তার পরে, রাজবালা কক্ষ বাতায়নে
শুনিতা জাগিয়া বসি' অনিদ্র নয়নে
কাহার নিশীথ বংশী—সুরের সন্ধান,
অজানিতে হিয়ামূলে পশে যার বাণ !

কভু আলোকের রসে হরষে উচ্ছল
'মালিনী'ছন্দের মত তরঙ্গ তরল !
কভু 'মন্দাক্রান্তা'—গুরু গুমড়ে যাহার
অজানিত বেদনার রুদ্ধ হাহাকার !

কভু আসি' দেখা দিত নিরুদ্ধচলনে
সলজ্জ স্থগিত মূর্ত্তি কক্ষ বাতায়নে ;
'হে দেবি ভকতে দয়া দৃষ্টি কর দান !'
অবাচ্য ভিক্ষার গীতি বাঁশী করে গান !

কভু অশ্রু, কভু হাসি, কভু অভিমানে
ভরে দিত বাতায়নে বিনিদ্রা বয়ানে,
নিত্য নিশিযোগে যেন হিয়াখানি তার
নিভৃতে সুরের পথে করে অভিসার ।

* * * * *

তার পর, স্বয়ম্বর-সভায় যখন
শত শত রাজপুত্র হীরক কাঞ্চন
অঙ্গদ বলয় হারে ঢাকি' প্রাণখানি
বসেছিল কত গর্ব্বে, আশায় না জানি,

দুয়ারে, অকথ্য মহাদুরাশার দুখে,
নিষিদ্ধ প্রবেশ, চাপি' বীণাখানি বুকে
চেয়ে আছি, মলিনিয়া মণিমুক্তা ঘটা
সভাগতা রূপসীর সৌন্দর্য্যের ছটা ;

ধীরে ধীরে চলে বালা, না ফেলে নয়ান
কারো পানে—উপনীতা দ্বারী সন্নিধান !
সভাস্থ সবার মনে বিতর্ক বিচার
কত উঠে—মনে কিবা নৃপ-তনয়ার ?

সুতৃপ্ত নয়নে চাহি' (অসীম দৃঢ়তা
মুখে তার—মনে মোর দিয়েছিল ব্যথা
শিলাসম) অশঙ্কিতা সমক্ষে সভার
পরা'ল ভিখারী কণ্ঠে বরণের হার !

হেরি তাহা, উচ্ছ্বসিত হাসি টিটকারে
পূরিল নিখিল ! রাখি' পশ্চাৎ সবারে,
অকিঞ্চন কর ধরি' পূর্ণ গর্ব্বে, ধীরে
বাহিরিয়া এল বালা—সংসার বাহিরে !

* * * * *

তারপর, ধীরে ধীরে পাইল প্রকাশ,
প্রকট জীবন তন্ত্রে উচ্ছ্বাসি' উল্লাস
আমারি 'গেহিনী' নিত্যনায়িকা যুবতী
এসেছে সঙ্গীতলক্ষ্মী ধরিয়া মুরতি।

অকিঞ্চনে স্বয়ংবরা প্রেমে—অকারণে!
বসায়েছে মোরে লয়ে পিতৃ-সিংহাসনে!
চারিদিকে ঘেরে বিশ্ব—শশী সূর্য্য তারা!
বিশ্বরূপা রসগন্ধী সঙ্গীতের ধারা!

* * * * *

সত্যকার রাজবালা—'আনন্দ' রাজার!
সৃষ্টির ধেয়ান-ধন—'দুরাশা' সবার!
গুপ্তপুরে 'কুমারী' সে করে অবস্থান;
করে নি কা'রেও যেন বরমাল্য দান!

কে তারে অর্জ্জিবে জানি, সংসারের শেষে
বাজায়ে প্রেমের বাঁশী প্রাণপুরী দেশে;
নিস্তরঙ্গ নিরধির দ্বীপস্থ বিজনে
বসিবে হিয়ায় ধরি' নিত্যসিংহাসনে!

১৪-৩-০৬

প্রকৃতি লয়ে

আজিকে উষার মত হৃদয় আমার
সৌন্দর্য্যে উঠিছে ফুটি', আলোকে গলিয়া
সবিতার পানে যেন রয়েছে চাহিয়া !

আজি বসন্তের রসে হৃদয় আমার
রোমাঞ্চ পুলক ভরে' উজ্জ্বল আবহে
আপনার সীমা লঙ্ঘি' বিশ্বপ্রাণে বহে !

আজি আকাশের সম পরাণ আমার
ঘেরিয়া—বেড়িয়া বুকে অখিল সৃষ্টিরে !
—কে তুমি দাঁড়ায়ে অই, বিশ্ব-পরতীরে !

১১-১১-০৬

মহাসিন্ধুর ডুবারী

সুমেরু শিখরে উঠি' দিয়েছি সাঁতার
এ ভবের অন্তরের গহণ আকাশে !
দেখিয়াছি—শুনিয়াছি—বুঝিয়াছি ! তা'র
আধেক স্বপ্নের, কভু কথায় না আসে !

আলোকের দেশ বার্ত্তা করিতে প্রকাশ
—অন্ধপুরে-সুপ্ত যারা তাহাদের তরে—
অক্ষম দুর্ব্বল আমি ; বুঝেছি নির্য্যাস—
আলোক না পরকাশে কালির আঁচরে !

আভাসে বিজলী শুধু—পলকের তরে
করুণার দিব্যগুপ্ত অমৃত আবেশে !
কিসে পুনরায় পাশি তর্কদীপ-করে
—কোন পথে, কিবা রীতে—বরদীপ্তি দেশে

ঈষারার 'পাওয়া' শুধু ! তা'রি বার্ত্তা গাই
অক্ষমের অশ্রুমুখে লোকের সমাজে।
কি জানি—এ বিশ্বে কিবা উপেক্ষার ভাই ?
গতিকে কাহারো যদি লাগে কোন কাজে !

জেনো তবু, কিছু হেথা নাহি অবজ্ঞার—
মানুষের ব্যোমেহারা শেখরের কথা !
উধাও উড্ডীন পাখী ডুবে যায় যথা—
পক্ষছায়া নাহি আসে উরসে ধরার !

১২-১০-০৫

দূরের মহোৎসব।

মহোৎসবের আনন্দ রোল
আস্‌ছে যেন—আসছে!
লক্ষহাজার দীপের আলোয়
ও'দের দেশটা ভাস্‌ছে!
থেকে থেকে মহোচ্ছ্বাসে
কা'দের হাসির ঝলকা আসে!
ব্রহ্মতালে কদম ফেলে
কা'রা যেন নাচ্‌ছে!

রাণীর দীঘী আকুল করি
কা'রা যে ওই দিচ্ছে সাঁতার!
পায়ের ঘায়ে ঝিক্‌মিকিয়ে
উঠ্‌ছে আলোক-পুলক পাথার!
কা'রা জ্যোতির অন্নসত্রে
নিত্যকালের পূর্ণপাত্রে
একরসেতে মগ্নমুখে
নীরব আবার খা'চ্ছে!
মহোৎসবের আনন্দ রোল
আস্‌ছে যে ওই—আস্‌ছে!

১৯-২-১৯

গীতপন্থী

গানে কাহার ভুবন গেছে ছেয়ে !
সূর্য্যে সে গান আগুন জ্বলে !
চন্দ্রে সে গান সুধায় গলে !
তারায় তারায় মুক্তা ফলে
সারা গগন বেয়ে—
ভুবন গেছে ছেয়ে !

সাগর রূপে উঠ্‌ছে নেচে !
গিরির রূপে স্তব্ধ আছে !
পবন হ'য়ে সেই ছুটেছে
সবায় চুমা খেয়ে—
ভুবন গেছে ছেয়ে !

সৃষ্টি খানির আগায়-গোড়ায়
গাইছে সে গান অযুত ধারায় !
সবুজ বনের লতায় পাতায়
কাঁপ্‌ছে নেচে গেয়ে—
ভুবন গেছে ছেয়ে !

ছয়টি ঋতুর ছ’ ভাই, তা’রা
ঘুর্‌ছে গানে পাগল পারা !
দিন-রজনী যুগল ধারা
গানের ছেলে মেয়ে—
ভুবন গেছে ছেয়ে !

গানের রসে ওই যে যেচে
আকাশ ধরায় কোল দিয়েছে !
বুকে বুকে দিয়েই আছে
চোখে চোখে চেয়ে—
ভুবন গেছে ছেয়ে !

চোখে কাণে সৃষ্টি পুরে
চল্‌ছে সবাই গানের সুরে !
গীতের রূপে গীত সায়রে
উঠ্‌লে সবাই নেয়ে—
ভুবন গেছে ছেয়ে !

স্পর্শে কাহার পেয়ে চেতন
পরাণ আমার তন্ত্রী মতন
ঝনৎকারে নাচ্‌ছে যেমন
শিরায় শিরায় যেয়ে—
ভুবন গেছে ছেয়ে!

গানে কাহার ভুবন গেছে ছেয়ে!

৭-৭-২০

আগমনী

শান্তি! শান্তি! শান্তি!
অমৃতভেষজ বুকে আকাশের শ্যামকান্তি!
আকাশের শান্তিনীরে ডুবি কা'রা স্থিরদেশে
আনন্দের ফোটা' মুখে আছে চেয়ে অনিমেষে!
নীল—নীল—গহনের শান্ত নীলজল!
মেঘ যবনিকা আড়ে নিত্য সেই 'নীল' অতরল!

কবি, আজি স্থির বস' আপন মন্দিরে;
সকল দরজা দিয়ে কিবা আসে, ধর তারে স্থিরে!
আসিছে দৃষ্টির পথ ধরি',
নীলাম্বর গলি' যেন গুপ্তরন্ধ্রে আসিছে উত্তরি'!
আসিছে শ্রুতির পথে পুনঃ—
কোলাহল থামাইয়া মগ্নমনে শুন'—অই শুন'!
আসিছে পরশপথে স্থিরে—
জামাজোড়া ছেড়ে আজ ধর' তারে নগনশরীরে!

সে যে আসে, অভিমুখে নিত্যকাল আসে!
গুপ্ত ওই নিত্যঢেউ নিত্যরসে পশে হিয়া বাসে!
হৃদয়কলসী লহ ভরি'
জাগ্রত, নবীন জন্ম, নবীন মরণে লহ বরি'!
ব্যক্ত-গুপ্ত আগমেরে ধর' বুকে, ধর' স্থির মতে—
ঢাকা'র অন্তরে ঢাকা' আগমনী মহাকাশ হতে!

১১-১-২২

পূর্ণাহুতি

"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রচক্ষতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

১

মাথার উপরে পূর্ণ পাত্র
পড়েছে উপোড় হয়ে,
ঝরে নির্ঝরে! সাগরের মুখে
দিবানিশি যায় বয়ে!
কে করিবি তারে পান—
হৃদয়ের কাণ মাজি', প্রাণ ভ'রে
ধরিবি পূর্ণ গান?

২

নীলিমার বাঁধ ছাপাইয়া ওই
ভুবনের হিয়া পরে
পূর্ণ পরাণ- রসের লহরে
করুণা সাগর ঝরে!
কে করিবি তারে পান—
হৃদয় জীবন- শূন্য ভরিয়া
ধরিবি পূর্ণ দান?

৩

আসিছে—আসিছে দিগ্ দিগন্তে
পুরিয়া সৃষ্টি হিয়া !
ইন্দ্রিয় পুরী লহরে লহরে
কোণে কোণে, ভরাইয়া ?
পূর্ণের ধারে দাঁড়া !
মহা আলোকের অন্ন সত্রে—
উৎসবে হও খাড়া !

৪

চরাচর—অহে ভিতর-বাহির
ভুবন আমার, এস' !
যজ্ঞে আমার পূর্ণ আহুতি—
এসগো—এসগো—এস' !
বহে আলোকের বান,
উথলিয়া বহে 'সুধার সিন্ধু
করগো—করগো পান !

৫

অহে ভুবনের ভিতর-বাহির-
পূর্ণ আমার, এস' !
যজ্ঞে আমার পূর্ণ আহুতি—
এসগো—এসগো—এস' !
আমার তরণী-মাঝী,
ভিতর-বাহির- পুরে ঘুমাইয়া !
জাগহ—জাগহ আজি !

৬

এহি ! এহি ! আজি পূর্ণ তন্ত্রে
ছিঁড়িছে সকল ফাঁসি !
আলোক সাগর আগুন হইয়া
উথলে অখিল গ্রাসি' !
হে মম পূর্ণরাজ,
যজ্ঞের রসে জাগহ জাগহ
আগুণ-সিন্ধু মাঝ !

৭

লহ, লহ, লহ! —মহামন্ত্রের
ফুটিছে পূর্ণ কলি!
মহাদাতা হতে মহা নবমীর
লহ লহ মহাবলি!
হে পূর্ণ লহ লহ!
সাগর হইয়া গরাস' অখিল—
নিঃশেষে লহ—রহ!

২১—১—২১

স্বপ্নপুরী

[নাটিকা]

ক্ষিতিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়ং, ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং প্রাহু মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতা।

প্রকৃতি র্যা সমাখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তবিধায়িনী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

বিষ্ণুপুরাণম।

We are such stuff
As dreams are made on ; and our little life
Is rounded with a sleep.

Shakespeare.

স্বপ্ন পুরী।

স্থান—সাগর মধ্যস্থিত অন্ধদ্বীপ

পাত্রগণ।

পরা	... ...	
অপরা	... ...	
হৃদয়	... ...	অন্ধদ্বীপবাসী গৃহ
সুদর্শন		
শ্রুতিধর		
সুরভি	... ...	অপরান্ধ বালকবা
সরসা		
পরশা		
বাণী	... ...	(বিমানিকা)

স্বপ্নপুরী

১

[হৃদয়ের গৃহ প্রাঙ্গন]

সুদর্শন। কহিব কি, মা মোদের দেখিতে কেমন?
উদয়গিরির শিরে ঊষার মতন!
অধরে নয়নে বুকে কোমল-বরষা'
ছায়াগুপ্ত আভা শুধু—দীপ্তি যার ভাষা।

শ্রুতিধর। দূর্—দূর্! তাই কেন—তাই কেবা কহে?
কি কহিলি, নাহি বুঝি! জানি, মা আমার
পঞ্চতারা বীণা-গীতি—যে গীত আবার
গভীর নিশিতে যেন গীতি স্তব্ধতার!
সুপ্ত গীতি—বংশীগান জন্মে যার হ'তে!

সুরাভ। ও কি কথা! কোন কালে নারিব বুঝিতে
দিবারাত্রি ওকি কথা কহিস দু'টীতে?
" সঙ্গীত—আলোক কিবা, শুনি? এই নয়—
ফুলের হিয়ায় যাহা ঘুমাইয়া রয়,
পরাণে আকুলে নিতি, নাহি দেয় ধরা'
মুটায় চাপিতে পুনঃ? মা যে ওরি মত!

সরসা। না বুঝিনু—কি বকিলি যত!
মা নহে ফুলের মুখে মধুর মতন
বিশ্বে এই মধুপুরে?

পরশা। তোমরা আমার
শুনিবে কি কথা কভু? তোমরা সবার
জ্যেষ্ঠা নহি? জানি, সে তো শীতলের সার
বুকে মোর সুধাময়ী জননী আমার!

সুদর্শন। যাক্—যাক্! চিরদিন কথা—শুধু কথা!
কাটাকাটি কথায় কথায়! কভু কিগো
পারিব না একমর্ম্ম হতে? আচ্ছা, বল্ দেখি,
মা কে?

শ্রুতিধর। শূন্য হ'তে জনম সে মায়ের আমার।

সুরভি। কি জানিব, জন্ম কোথা হ'তে;
জাগিয়া দেখিনু শুধু, ছিনু ঘুমাইয়া
মায়ের সৌরভ মাঝে।

সরসা। মার মধু মাঝে।

পরশা। মায়ের শীতল হিয়া পরশের মাঝে।

সুদর্শন। কি তত্ত্ব কহিলি যেন দুর্লভ অভাগী!
জ্যেষ্ঠা তুই?

পরশা। তার বেণী' নাহি জানি।

সুদর্শন। বল্ দেখি, এ'র বাড়া নাহি জানো কেহ?

সকলে। কেহ না।

সুদর্শন। আয় তবে, পুছিব মায়েরে।

পরশা। না—না ভাই, মা যে ব্যথা পাবে!

শ্রুতিধর। দূর্‌তোর!—যত ইচ্ছা পাউক গে ব্যথা!
এখনি দেখিবি, মা যে ক'বে মোরি কথা।

[অবগুণ্ঠনবতী অপরার প্রবেশ।]

অপরা। [স্বগত] এই ভাবে! কতকাল—আর কতকাল!

সুদর্শন। [অগ্রসর হইয়া] মা-গো, তুমি কে?

শ্রুতিধর। বল্ মা, বল্ না, তুই আকাশের মেয়ে
—শূন্য হতে জন্ম তোর!

পরশা। মা, মা, চুপ্ করে র'বি—কিচ্ছু না কহিবি
ও' দুরন্ত কাছে।

অপরা। এই কথা—এ জিজ্ঞাসা কে শেখালে তোরে?

সুদর্শন। কেন মা, তুমি—তোমার ওই ঘোমটা মুখের!
ওই মৌন, ওই ধৈর্য্য, ওই স্থির গতি—
চলিতে অচল গতি ওই প্রাণহীন;
তবু যেন গুপ্ত কিবা অনুভব-লীন!

গেয়ান-বেদনা যেন ; যে বেদনা ভারে
নিত্য মা-গো, ক্লান্ত তুই—মৃতপ্রায় হেন !

পরশা । দেখো, দেখো ! কি যে সব লাগিল বকিতে !

সুদর্শন । তোমার আকাশ ওই, তোমার বাতাস,
ওই শৈল, ওই সিন্ধু—সকলি যেন সে
ঘোমটা তোমারি মা-গো ; কত তারা কহে
নিত্য ভাবা মোর চোখে ! শোন, আজনম
তোমার আকাশ যেন ঠারিছে আমারে
কিবা ভাষা—নিত্যস্ফুট, নিত্য-সুগুপত
যেন ওই কথা তার । সকলের আগে—
শোন মাগো, সর্ব্ব আগে—উহারি ঈষারা
জাগাইল যেন মোরে ঘুমঘোর হ'তে !

সুরভি । থামো, থামো ! রক্ষা কর' কথা হতে তব !

সুদর্শন । শুনিলি ত শোন্ মা গো, চন্দ্র সূর্য্য ওই
যেন তোর আঁখি দু'টী, মুদিয়া মেলিয়া
—আঁখির পলক হেন—নয়নে আমার
কি কহিছে, বুঝি—পুনঃ নাহি বুঝি তারে !
নিতান্ত মা, এ জিজ্ঞাসা, প্রাণান্ত পিয়াসা
তুই ত জাগালি যেন—অনন্ত দুরাশা !

অপরা। অরে রে দুরন্ত ছেলে, কর্ গিয়ে খেলা!
একি হল! পেয়েছে কি ক্ষুধা? চাই কিছু?

সুদর্শন। কিচ্ছু আর চাই নে মা! ব'লে দে রে শুধু—
কে তুই মা? কেবা মোরা—এনু কোথা হতে?

অপরা। যা—রে দুষ্ট ছেলে,—একি! অকস্মাৎ আজি
দুরন্ত এতেক কথা শিখিলি কোথায়?
কে শিখালে? দেখিলি কি অন্য কোনো মায়?

সুদর্শন। (অভিমানে) মা তুমি মোদেরে
ভাল যেন নাহি বাসো!

[অপরার প্রস্থান]

পরশা। কি কহিলি, ব্যথা দিলি মায়?

সুরভি। সৃষ্টিছাড়া এত কথা শিখিলি কোথায়?
মারে যে ভাবিয়ে দিলি!

শ্রুতিধর। আজি বুক মোর
কেন যেন উঠিছে ব্যথিয়া!
না জানি সে লেগেছে কোথায়!

পরশা। কাঁটা যেন বিঁধিছে আমারে!

সরসা। কেবল—দুরন্ত এই মূর্খের কারণ!
কি কথা তুলিলি, যেন ঢালিলি গরল
মোদের খেলার রসে ?

পরশা। আগুণ তুলিলি এ যে—দিলি যে আগুণ
খেলা ঘরে!

সুদর্শন। ক্ষম মোরে, ক্ষম ভাই, সবে।
দহিছে না ওই মত আমারো পরাণ ?
আর না—কভু সে আর করিব না ভুল
—জ্বালিব না জিজ্ঞাসার জ্বালা!

পরশা। এসো, মোরা করি হাসি-খেলা!
খেলা শুধু এ জীবন—খেলা!
কোথা হতে আসি কোথা যাই—
সে পিয়াসা পাগলের ভাই!

[সকলের নৃত্য]

[মিষ্টান্নপাত্র হস্তে অপরার প্রবেশ]

পরশা। মা তোরে—তোরেই শুধু চাই!
অন্যসকলে। আর কিছু—কিচ্ছু নাহি চাই।

[কোলাহল পূর্ব্বক লুণ্ঠন]

২

[হৃদয়ের গৃহ]

হৃদয়। প্রিয়ে,
কতকাল—এইরূপে র'ব কতকাল!

অপরা। ওকি কথা আজি?

হৃদয়। কভু কি পা'ব না তোমা?
চিরকাল এক গৃহে রব এই ভাবে,
চির অন্ধকারে?

অপরা। কেন? ছেলেরা তোমারে
'বাবা' বোলে নাহি ডাকে?

হৃদয়। হায়, পরিহাস!

অপরা। অরে মূর্খ, তার বেশী করিও না আশা!
এখনো কি নারিলে বুঝিতে?

হৃদয়। কি বুঝিব?
নিষ্ঠুরে, হৃদয়হীনা নির্ম্মম কামিনি,
নিত্য গুপ্তা—দূরগতা র'বে এইরূপে?
অগম্যা—আধেক-কায়া আধ-ছায়া রূপে?

খুলিবে না ঘোমটা তোমার ?
কেন তুমি আছ মোর গৃহে ?

অপরা। এ ঘর তোমার ?

হৃদয়। তবে কার ? কহ—আজি ভাঙহ গুমড়
কহ সব, দোহাই গো, দোহাই তোমার !
ক্ষম' এ মরম ভেদী তীব্র পরিহাস !
এই গৃহ, এই রাজ্য, সন্ততি এ' সব,
ইহারা 'আমার' নহে ?

অপরা। অন্ধ—অন্ধ ওগো—
রাজা তুমি ! এরা তব আপন সন্তান ?
ভিক্ষা-জীবী কেন এরা তবে ? কেন তবে,
ভিখারী আপনপুরে পুরীস্বামী তুমি ?

হৃদয়। ভিক্ষা ! ভিক্ষা ছাড়া কি আছে উপায় ?
আপন সন্তান কিবা পুনঃ ? নাহি বুঝি
কোথা হতে ক'ও এত অপরূপ কথা !
জানিনে কি ছিনু আগে, ছিনু বা কোথায়
একদা দেখিনু জাগি' 'মম এই গৃহ',
এরা সব 'সন্তান আমার' ; আর তুমি—

রূপসি, রহস্যময়ী অবশ্যা কামিনি,
পত্নী মম !

অপরা। পত্নী তব ! ধিক্ মূর্খ, ওই কথা আর
আনিও না মুখে।

হৃদয়। কে তুমি কহিবে তবে ?

অপরা। জান' ত, কেই বা তুমি ?

হৃদয়। [বক্ষে হস্তার্পণ পূর্ব্বক]
রক্ষ'-রক্ষ', ওকি প্রশ্ন ! বিঁধিল আমারে
তীক্ষ্ণমুখে ! বিষে যেন গ্রাসিল শরীর !
মূর্চ্ছা যেন ঘনাইল চোখে। ক্ষম দেবি,
রক্ষ' মোরে এ যাতনা হতে ! আর কভু
কোন প্রশ্ন, কথা কোন, সংশয় জিজ্ঞাসা
আনিব না সম্মুখে তোমার—রক্ষ' মোরে !
জানি দেবি, জানি, তুমি নহ ভিক্ষাশিনী ;
এ ঘরে রয়েছ, তবু নহগো গৃহিণী।
যেন সে আসিলে হেথা পরপার হতে ;
নাহি জানি কিবা ধারা—কেমন সে দেশ !

প্রতিপলে, প্রতি দণ্ডে যাই ভিক্ষাটনে ;
যাই নিত্য সাথী করি সন্ততি সকলে ;
জানি, তুমি ভাগী নহ—বণ্টনকারিণী,
নিত্য উপবাসব্রতা।

অপরা। চুপ—চুপ! প্রলাপের কথা
আনিও না মুখে—চৌগুণে বাড়িবে জ্বালা!
বোঝ' যাহা, জান', কিংবা করিছ জল্পনা,
গোপনে চিত্তের পুরে রাখ' চিরকাল ;
খুলিও না পরের মহলে কভু যেন
কহিও না খেলামত্ত ওই শিশুদলে!
দু'টী কথা—পার' যদি বোঝ' অর্থ তার ;
ধর' তন্ত্র জীবনের—ধৈর্য্য—পরিহার!
এ ভব রহস্যপুরে আছ' যে দশায়,
চল' তারে মাল্যসম মস্তকেই ধরি'
—কণ্টকের মাল্য যদি, লহ তবু বরি'।
আনিও না জিজ্ঞাসার বাঁতি জতুগৃহে!
প্রলয়াগ্নি তাহে! সংসার দহিবে তাহে
—আত্মগ্রাসী, ছিন্নমস্তা জ্বালা ভয়ঙ্করী!
বুঝিলে ত?

হৃদয়।　　মনে হয় বুঝিয়াছি—ঈষৎ আভাস !

ক্ষীণ, ক্ষণরেখা শুধু ! দেবি, প্রণিপাত !

এ'যে তুমি জন্মান্ধের অগম্যা গৃহিণী

অন্ধদ্বীপে !

[প্রস্থান]

৩

[হৃদয়ের গৃহ প্রাঙ্গন]

শ্রুতিধর। থাম' থাম' ; ওই শোন্, ও কি শুনা যায়!

সুদর্শন! দিকে দিকে আলোকের ছটা!

সুরভি। পরিপক্ক মিষ্টান্নের প্রফুল্ল সৌরভ!

শ্রুতিধর। উৎসব, উৎসব!

মহারবে বাজে ঢাক মৃদঙ্গ ঝাঁঝর!

বাঁশীর আহ্বান গান নিকটে—অদূরে!

চল্ সবে—যাই ভিক্ষা তরে!

সুদর্শন! কোথা পিতা! কে ল'বে মোদেরে?

বিপুল উৎসব এ যে প্রতিবেশী গৃহে!

[অপরার প্রবেশ]

অপরা! প্রতিবেশী! এ বাড়ীর প্রতিবেশী কেবা?

শ্রুতিধর। কি কহ মা—নাহি বুঝি!

ওই শোনো কোলাহল—উৎসব, উৎসব!

অপরা [স্বগত]

হৃদয় তুষার দ্রাবী ধ্বনি সুগম্ভীর,

বজ্রকণ্ঠ আবাহন ভীষণমধুর—

আহা কোথা হতে? মনে উঠিছে জাগিয়া—

যেন সে উহারি বুকে ছিনু ঘুমাইয়া !
আসিয়াছি ক্ষিপ্তা যেন প্রচণ্ড আক্ষেপে
দ্বীপে এই, নিষ্ঠুরা এ' পাষাণকারায়—
অস্থিরে-সুস্থির ছায়া-শিলা কারাগারে !
কি ওই—কি ওই, আহা !

সুদর্শন। কি ভাবিছ মাগো ?'
চকিতে নিশ্চল যেন হয়ে !
আজ্ঞা কর', যাইব ভিক্ষায়।

শ্রুতিধর। আজ্ঞা !
মাও কি পুনঃ আজ্ঞা করে কভু !
কোথা পিতা ?

[হৃদয়ের প্রবেশ]

হৃদয়। যাবি চল্, ওই নিমন্ত্রণ !

পরশা। চল্, সবে চল্।

হৃদয়। ধর' সবে হাতে-হাত ! পলকের তরে
" , হইও না হাতছাড়া' মম।

অপরা। [স্বগত]
এই ভিক্ষাবৃত্তি, এই ক্ষুধা অনিবার
চিরদিন বাহিরেরে আনিতে অন্তরে,

পরধনে চিরদিন নিজের করিতে ;
চিরকাল মুষ্টিচ্যুত যাহা পলে পলে !
অন্ধদ্বীপে, অজ্ঞাতের হুঙ্কারে-আহ্বানে
জাগিয়া থাকিয়া এই জীবনযাপন
উৎকণ্ঠায় দিবানিশি ! কি এই জীবন
চরাচর ছায়ানটী রঙ্গের মহলে !
কতকাল—এইরূপে আর কত কাল ?

[প্রস্থানোদ্যতা]

সুদর্শন। তবে মাগো, যাই মোরা সবে ?

হৃদয়। চল্ চল্, ওকে আর জিজ্ঞাসি' কি ফল !

সুদর্শন। জানি—জানি, মা মোদের ভাল নাহি বাসে
কহ পিতা, এ কেমন মা মোদের, কহ !
একি মা-ই নহে তবে ?

পরশা। আবার ?

সুদর্শন। না—না, চল্—চল্।

হৃদয়। [পরিক্রমণ, স্বগত]
কোথা যাই ? খুঁজিয়া কাহারে ?

এ' যেন নিজেরি মাঝে করি পর্য্যটন—
আত্মরাজ্যে চলি ভিক্ষা করি'! এ' রমণী
অগম্য রহস্যময়ী, গুপ্ত ছুরিকায়
কাটিয়াছে দীপ্তিদ্বার গুপ্ত মোর গৃহে!
মাঝে মাঝে পশে যেন বিদেশের আলো
অতর্কিতে—এইরূপে যাবে কতকাল!

[প্রস্থান]

৪

[হৃদয়ের গৃহ]

অপরা। চলে গেল—গেল চলে! মুহূর্ত্তের তরে
চাহিলাম যেন সবে করিতে বারণ—
কে মানে বারণ কার! ওরা কি আমার?
কে আমি ওদের? যেন দু'দণ্ডের তরে
আদি-অন্ত-ভিত্তিহীন ছায়াগৃহ মাঝে
কোথা হতে এ বাঁধন উঠিল জাগিয়া!
এরা কি আমার মিত্র—শত্রু কি ইহারা?
দুলিতেছি যেন মহা সংশয়ের দোলে!
যেন মনে পড়ে—পুনঃ নাহি পড়ে যেন—
এ যেন বিদেশ, কিছু নাহি চিনি যার,
নাহি বুঝি; তবু হেথা আছি কি লইয়া?
খুঁটিহীন শূন্যে যেন রয়েছি ঝুলিয়া!
কোথা হতে আসিয়াছি, চলেছি কোথায়?

[দূরে সমুদ্র কল্লোল]

ওই—ওই! কে আসিছ, কে ডাকিছ মোরে;
আঘাতিছ মর্ম্মদ্বারে? আনন্দে তরাসে

একালে করিছ বিভল! চাহি তোমা'—
নাহি চাহি পুন! এসো—এসো!
না—না, থাকো দূরে!
হে নির্মম, হে কান্ত, হে ভীষণ রাগিণি,
ঘেরি' মোরে ধ্বনিতেছ যেন নিত্যকাল—
তুমি কি আমার? আছে 'অপ্রাপ্ত' আমার
তোমারি গহন বুকে?

বাণী। [সুদূর হইতে] আছি আমি—আছি চিরকাল!
জীবন মরণময় সাগর উত্তাল!
টেনে লই—ফেলি ছুঁড়ে!
আছি হেন বিশ্ব জুড়ে!
আমারি ভিতরে কাটে সংশয় জঞ্জাল
আছি আমি—আছি চিরকাল!

অপরা। হায়—হায়! ওকি ধ্বনি, ওকি আমন্ত্রণ,
চিরপরিচিত যেন নিরদয় স্বর
চির অবিজ্ঞাত! এল এতই নিকটে
অকস্মাৎ! কোথা গেল শিশুরা আমার—
হায়, তা'রা গেল কোথা!

বাণী। ভয় নাই, ভয় নাহি আর !

আসিয়াছি গেয়ানের ছুরী দীপ্তধার !

শীতলিতে আতঙ্কের জ্বর

মেলিয়াছি আগুন গভর !

আসিয়াছি গুহাঘোর ঘন অন্ধকার !

ভয় নাই—ভয় নাহি আর !

গহনের 'আছে-নাই'-পুরে

চক্র মম অবিরামে ঘুরে !

যাহা-তুমি, তা-ই হবে ভিতরে আমার !

ভয় নাই—ভয় নাহি আর !

অপ্সরা। [সন্ত্রস্তা]

রক্ষ' রক্ষ' ! কে রক্ষিবে মোরে !

[মূর্চ্ছিতা

[সমুদ্র তীর]

সুদর্শন।   কত—আর কত দূরে! কোথায় উৎসর!
যত চলি তত এ'যে দূরে দূরে সরে!
চলিতে যে নাহি পারি আর!

পরশা।   আসিনু কোথায়!
দেখ' দেখি, আসিনু কোথায়?
কিছুই যে না পারি ধরিতে!

সুরভি।   ঘ্রাণহীন দেশে এ যে এনু আচম্বিতে!

সরসা।   ভয় পাইতেছে মোরে।

শ্রুতিধর।   না পারি বুঝিতে—
শব্দহীন, ভয়ঙ্করী গীতি আচম্বিতে
ঘেরিয়াছে যেন মোরে—দেখ্ দেখি ভাই!

সুদর্শন।   কিছুই—কিছুরি এ যে ঠিক নাহি পাই!
সীমাহীন, খুঁটিহীন অগম্য বিস্তার—
নহে আলো—নহে অন্ধকার!

পরশা। কোথা পিতা, আমাদের আনিলে কোথায় ?

সুদর্শন। হায় হায়, পিতা নাই !

শ্রুতিধর। পিতা নাই ?

পরশা। এ'হেন সঙ্কটে সবে এনে—পিতা নাই ?

সরসা। আর আমি পারি নে চলিতে।

শ্রুতিধর। কোথা গেল, কিছুই কি গেল না কহিয়া ?

সুদর্শন। সমুদ্রের ঊর্ম্মি তা'রে নিল ছিনাইয়া।

শ্রুতিধর। সমুদ্র—সমুদ্র ! মোরা সমুদ্রের তীরে ?
চল' ফিরি ঘরে।

সুদর্শন। তীরে নহে, পড়িয়াছি গ্রাসে ; ফিরি কোথা ?
লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধফণা লোলজিহ্ব হাসে
চারিদিকে, আলোছায়া বিহীন বিঘোরে !

সুরভি। সমুদ্র—সমুদ্র ! সে কেমন ?

পরশা। রাখ্ কথা ! আমি চাহি যাইতে ফিরিয়া।

সুদর্শন। ফিরিবার পথ কোথা ? 'পদাঙ্কবিহীন
অপথ—সর্ব্বত্র পথ ! দিক-দেশ-কাল-
চিহ্ন হীন—অজানিতে আইনু যে পথে !

সুরভি। কি কহিলে ? পথ কিবা—নাহি বেই পথ ?

সুদর্শন। ক্ষুদ্র এক দ্বীপ বক্ষে মোদের বসতি ;
ঘেরি তারে সর্ব্বদিকে গহন পাথার
কোটি কোটি জিহ্বা মেলি' ভীষণ তাণ্ডবে
ছিল মত্ত দিবানিশি ! খেলা-কোলাহলে'
শুনি নাই এতকাল গুপ্ত ধ্বনি তার।
আপনারে প্রমাণিতে উদ্যত সে আজি।

শ্রুতিধর। দ্বীপে মোরা ? সমুদ্র সঙ্কটপোরা' দেশে
গুহামুখে ছিনু এতকাল ?

সুদর্শন। আদিহীন-অন্তহীন ছায়া তন্তুজাল
পলকের মিছাগ্রন্থি—একই ফুৎকারে
ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে যাহা যাবে মিলাইয়া !

সরসা। হায় হায়, কেন এসেছিনু এই দ্বীপে !

সুদর্শন। আসিনু কি আপন ইচ্ছায় ?
নাহি জানি, কোথা ছিনু, কে আনিল হেথা।
একদা জাগিয়া উঠে দেখি, এক গৃহে
ভাই-বোন ক্রীড়ামত্ত মোরা।

শ্রুতিধর। মনে হয়, যেন ওই অগম্য সিন্ধুর
অট্টহাস্য বিপাটিত মহা বক্ষ হতে

ক্ষণজীবী শব্দের বুদ্বুদ শুধু মোরা—
আজি সেই লীলা শেষ!

সরসা। শেষ—শেষ! কি কহিছ, শেষ কহ কারে?
নাহি বুঝি 'মানে' তার!

সুদর্শন। বিপুল ব্যাদিত আস্যে, নির্ম্মম আক্রোশে
শুধু এক মহাগ্রাস—শূন্য তার পরে।
সাগরের তীরে বসি' ধূলাখেলা লয়ে
ছিল যারা, মানে নাই—ভাবে নাই তারে,
অকস্মাৎ তাহাদেরি খেলা-গৃহ তলে
মেলিয়াছে অতল গভর!

শ্রুতিধর। মেলিয়াছে অশব্দের গরাসী গভর!

বালিকাত্রয়। হায় হায়! থামো থামো!

শ্রুতিধর। এ সময় থেমে যাওয়া আরো ভয়ঙ্কর!

পরশা। কি করিব, কোথা যাব তবে?

সুদর্শন। আজি মোরা সীমা শেষে যাবার আসার—
সর্ব্বগ্রাসী, সীমাহারা, অতল আঁধার!

সুরভি ও সরসা। পিতা কোথা, গেলে কই পিতা!

পরশা। মা মোদের—কইগো জননি!

সুদর্শন। চুপ চুপ! কেহ ওরা নহে আমাদের।

পরশা। কে আমারে করিছে পরশ?

সুরভি। একি, এ কি? গন্ধ—যেন গন্ধ নহে তবু!

শ্রুতিধর। চারিদিকে চাপা' পদক্ষেপে
কে আসিছ, চুপে চুপে আসিতেছ যেন?

সুদর্শন। হায় হায়—কে রাখিবে!

সকলে। [সকম্প সত্রাসে]
কোথা পিতা, কোথায় জননি!

[কোলাহল]

[হৃদয়ের গৃহ; তন্দ্রাভঙ্গে অপরা]

অপরা। কোথা ছিনু এতক্ষণ? ফিরিনু আবার
কোথা হতে? একি ধ্বনি গম্ভীর—ভয়াল!
নাহি বুঝি, অন্তরে কি বাহিরে আমার!
কি এই রহস্য—এই মহাব্যথাময়
অন্ধিত অন্তর পুরী, অগম্য আঁধার
বহির্বিশ্ব—দূর-গুপ্ত উভয়ে উভয়!
কোথা সে 'হৃদয়' মম—সে দুরন্ত শিশু
মুগ্ধমতি, প্রিয়াপ্রিয় উভয় আমার?
শিশু যেই—মনে পড়ে, নাহি পড়ে যেন—
আমা' হতে জনমিয়া চাহিছে আমারে
ভুঞ্জিবারে; বাঁধিয়াছে এ পুরী বন্ধনে!
কই মোর শিশুগণ? কোথা গেল তারা—
ফিরে নাই? হায় হায়, একি শুনি পুনঃ!
রুদ্ররাগিণীর মত শিরোপর দিয়া
ছুটিছে কি ওই শব্দ গগন মথিয়া!
সাগর এসেছে মের গৃহের প্রাঙ্গণে?
নাচিছে ভয়াল নৃত্যে! কোথা পুনঃ আমি?

উড়ে গেল গৃহ মোর ! বিপুল জৃম্ভিত
আকাশের গ্রাসমুখে দাঁড়াইয়া আমি ?
বিঘূর্ণিত ঘনমালা পক্ষসাট মারি'
উড়িছে, হাসিছে ঊর্দ্ধে হাহাকার রবে ! ·
সাগর গ্রাসিছে মোরে কোটিবক্ত্র মেলি' !

[অন্তরালে] মা মোদের—কোথায় জননি !

অপরা। হায় হায়, ওই মম শিশুদের স্বর !
সাগর গ্রাসিছে সবে ?

বাণী। মিছে চিন্তা, ছাড়' মিছা ভাণ—
মম বক্ষে সবাকার আজি অবসান।

অপরা। হায় হায়, এসো—এসো !
ভাসিলাম মহাসিন্ধু বুকে ! কোথা যাই ?
নাহি জানি পশিতেছি কোথায়—অতলে !
রহিব কি আমি ? * * *

৭

[সংক্ষুব্ধ সিন্ধুবক্ষঃ ; মেঘারূঢ়া দেবীচ্ছায়া]

বাণী। সান্তর', সংহর' অচিরায়—
বিন্দুপথে বিপলকে ভবভূতি সংহর'লীলায় !
হুহুঙ্কারে ছিঁড়ি' বিশ্বরাশ
নিমিষে করহ সর্ব্বগ্রাস !
ত্রিপুর সংহার বিনে না পশিবে হিয়া যারে চায়।
ভূতগণে রেণু রেণু করে
উড়াও অঘোর ভাণ্ডোদরে !
চূর্ণে চূর্ণে দেশে কালে গরাস' গহন মোহানায় !

[চারিদিকে আর্ত্তনাদ]

১। কোথা পিতা—কোথায় জননি !
২। কই তুমি জন্মান্ধগৃহিণি !

[সিন্ধুবক্ষে ভাসমানা অপরা]

অপরা। অবসান—সমস্তের মহা অবসান!
কোথা সেই ভবভূমি, প্রতিপদ ক্ষেপে
সশব্দে কহিত যেবা—'এই আমি আছি'?
কোথা সেই খেলাভূমি, চিরজন্ম ছুটি'—
মনে ভেবেছিনু—যার নাহি পা'ব সীমা?
এ'দেশ লুকায়েছিল গুপ্ত কোন্ পথে?
কতকাল এইভাবে—আর কতকাল!
কোথা দিবা, কোথা রাত্রি, ঋতু-বর্ষ-মাস,
কোথা সূর্য্য, কোথা চন্দ্র, লক্ষ কোটি তারা—
মুহূর্ত্ত-বুদ্বুদ মত গিয়াছে ফুটিয়া,
মিলাইয়া সীমাহীন এই অন্ধকারে!
আছি—আমি কেবলই আছি!
অনন্ত তামসী বুকে, অগম্য পিচ্ছিল
শূন্যপথে, সুরবালা সতর্ক চরণে
চলিতে চলিতে যেন পড়ে পিছলিয়া,
স্খলিয়া—ঢলিয়া! ক্রোধে ভ্রুকুটি-ভীষণ
সীমাহারা অন্ধকার উঠিছে জ্বলিয়া!

আছি আমি, কেবলি-সে তা-ই চেয়ে আছি!
সংক্ষুব্ধ এ' সিন্ধুবুকে, আঁধার-ঘোরাল
পোতব্যূহ সম মহা উন্মত্ততা ভরে
ঘন-চ্ছবি লোফালুফি করিয়া বেড়ায়!
ঊর্দ্ধ হতে কভু যেন হাসে ক্ষণপ্রভা;
সে হাসিতে ঊর্দ্ধশিখে ঘন তমোরাশি
হুহু করি' প্রান্তে-প্রান্তে উঠে প্রজ্বলিয়া!
অশনি গম্ভীর নাদে—ধ্বনি মহাপ্রাণ,
স্তব্ধতার গর্ভজাত উদাত্ত সন্তান!
কতরূপে, কতভাবে এ' মহাসাগরে
ঘুরিতেছি—ভাসিতেছি স্রোতের অধীনী!
আকাশ ও সমুদ্রের করঙ্কশায়িনী
সাক্ষী হয়ে আছি—আমি কেবলই আছি!
আর কেহ আছ' কি হেথায়? কহ মোরে—
শুধু কহ, আছি কতকাল?

অন্তরালে। হে জননি, রক্ষ' রক্ষ' মোরে!
চিনিয়াছি—তুমিই জননী!

অপরা। ওকি স্বর!
মহাতমী, অসীম এ' স্তব্ধতা মথিয়া

একটি শব্দের জন্ম এতকাল পরে ?
এ কাহার বাণী—সেই অন্ধদ্বীপবাসী
হৃদয়ের আর্ত্তস্বর যেন ?

বাণী। ছাড়, ভাষা মিছা পিয়াসার !
নিতলে খোঁজহ আজি, কে তুমি—কাহার ?
কে তুমি, কোথায় গেলে ?
দ্বীপান্তরে কেন এ'লে ?
দ্বন্দ্বে মজি' সার কৈলে অন্ধ কারাগার ?
ছাড়' মিছা পিয়াসা ছায়ার।

অপরা। এ কি শুনি ! কার স্বর—পরিচিত যেন !
বাঁশীর মধুর ধ্বনি প্রলয়ের পুরে ?
মনে পড়ে—পড়ে পুনঃ, নাহি পড়ে যেন—
অজানিত মধুপুরে জনম আমার !
ছিনু কোন গুপ্তপুরে ? কিবা সেই পুরী ?
হে সুন্দরি, হে মহতি, হে মহারাগিণি,
কহ মোরে, কহ—শুধু কহ পরকাশি',
কে সে আমি ! কোথা গেলে ? নিস্তব্ধ—নীরব !
আর শুনিব না তোমা ? হে সখি—জননি,

—জননীই তুমি যেন—বুঝিনু তোমার
ওকি ধ্বনি! ওকি মন্ত্র হৃদয় মোহিনী,
ভ্রান্ত চিতে আলোকের পথ সঙ্কেতিনী!
এসো—পরকাশো পুনঃ! প্রকাশো! প্রকাশো!

[শান্ত সাগর বক্ষঃ ; শ্বেতশুভ্রদলে উপবিষ্টা দেবীচ্ছায়া]

বাণী। শান্তি! শান্তি! শান্তির সাগর!
গভীরের লয় নীরে জাগেনা লহর!
ডুবে যাও, ডুবে যাও তাতে
অনন্ত অমিয়া অবগাহে!
নিতলে গহন মধু ঘন—একেশ্বর!
শান্তিনীরে মধুর সাগর!

১০

[সিন্ধুবক্ষে ভাসমানা অপরা]

অপরা। অহো, অহো, কেবা আমি!
হায়, হায়, কে কহিবে কেবা এই 'আমি'?
অজানা আমারি পুরে কেবা পুনি 'তুমি'?
অতরঙ্গ মনোজলে ভাসে কা'র ছবি
অকস্মাৎ, পর্দা যেন সরায়ে পলকে?
কিবা স্থিতি, কিবা ধৃতি, কিবা পরমাণ,
মুষ্টিপুটে সীমা-খুঁটি—পশিতে ও' পুরে,
ধরিতে তোমারে পুনঃ, দয়া বিনে তব?
কোথা মোর মন, চিন্তা, জ্ঞানকর্ম্ম মতি—
অনন্ত সংসার ভাব? শূন্যে অবসান!
বিশ্ব যেন ছায়াপুরী আমারি মাঝারে—
ছিল মহা স্বপ্নপুরী, মহা লীলাময়ী!

এ কি, পুনঃ! পুলকিত হৃদয় আমার
ঊষার আভাসে ছোঁয়া কমলের সম
অতর্কিতে! কে যেন এসেছ মোর কাছে,

এ দীর্ঘ বিচ্ছেদ নিশা খুঁজিয়া যাহারে
—সকল তিরিষা আড়ে—ঘুরি হাহাকারে!

কি ওই জ্যোতির রেখা আভাসিছে কোথা—
অপরূপ শান্ত বিভা! উষার আভাস
নহে ওকি? সত্য! উষা প্রকাশিছ আজি?
আকাশের দিকেদিকে পড়িয়াছে সাড়া,
আসন্নপ্রসবা যেন দিগঙ্গনা রাণী!
কে ওই শবরী হেন ঘনারণ্য পথে
লুক্কায়িত তমঃ শিশু লেগেছে খুঁজিতে?

জয়—জয়! আহা উষা—সত্য উষা আজি!
আলোকের পুরে গতি মহাঘোর পথে!
উষারাণী ফোটো-ফোটো স্বর্ণপদ্ম সম
উদয় সাগর-জলে প্রকাশিছ দল!
জ্যোতিঃ! জ্যোতিঃ! অন্ধকার গরাসিনী জ্যোতিঃ!
কারে কহি এ আনন্দ, কে আছ হেথায়?
নাহি কেহ! আজি শুধু, তুমি আর আমি!
তাই হোক; এস', বক্ষে রাখহ চরণ!
আমার সমস্ত আজি নৈবেদ্যের সম
তোমারি চরণ তলে করিনু অর্পণ!

[জ্যোতিশ্চক্র মধ্যে ধীরে ধীরে পরার আবির্ভাব]

ও কে তুমি ! অলোকের আলোকবসনা
এ' বিশ্ব শুকুতা-মুক্তা, করুণা মূরতি,
বরমূর্ত্তি, মহাবরে—দাতাবরে তুমি !
চিনি – যেন নাহি চিনি তোমা ! হে নন্দিনি,
উষার মন্দির-দেবী কে তুমি রূপসি ?
কে তুমি ভুবনলয়ী, মহাভাবময়ী
কে তুমি আলোকগুরু অন্ধনয়নের ?
আহা-আহা, কি মোহিনী—কি সুন্দরী তুমি !
কহ মোরে—জড় মুগ্ধ নয়নের মম
আঁধার সম্পুট-ভেদী ভাষা যদি থাকে—
কহ মোরে, কে তুমি—কে তুমি ?

পরা । পরা আমি—তুমি—পুনঃ জননী তোমার !

অপরা । কে তুমি—কে তুমি ? না বুঝিনু !
এতকাল যাহারে চাহিনু, চিরদিন
অতর্কিতে প্রাণে যেন ক্ষণপ্রভা যায়—
সে কি, তুমি ? কহ আর বার !

পরা । হায় মুগ্ধে, ভুলিয়াছ স্বামীরে তোমার !
ভুলিয়াছ, আপনার সাগরে সুধার !

অন্ধে, তুমি কিবা ছিলে ?
ভুলিয়াছ, কিবা হ'লে !
ভুলিয়াছ মোহ বশে আপন আগার—
ভুলিয়াছ স্বামী আপনার !

অপরা । স্বামী ! স্বামী ! কি শুনিনু, কি শুনালে আহা !
কে তুমি খুলিয়া দিলে আঁখি জন্মান্ধের !
স্বামী মোর —ওগো স্বামী ! হায় কোথা স্বামী !
এতকাল রহিয়াছি তোমারে ভুলিয়া !
হে 'মধু' 'আনন্দ' 'রাজা' হে 'প্রিয় রঞ্জন'
'প্রিয়তম' স্বামী মোর ! কতকাল তোমা
ছেড়ে আছি !

পরা । অপগত স্বপন তোমার—
জাগিয়াছ পুরে আপনার ।

[পরার দেহানুবিষ্টা হইয়া অপরা 'মহাপরিবর্ত্তন'-প্রাপ্তা
রূপে প্রতীয়মানা হইলেন]

অপরা । একি—একি ! এতক্ষণ আছিনু কোথায় ?
পলকের স্বপ্নগড়া' ছায়াপুরী মাঝে
কোটিকল্প যুগ যেন আইনু ভ্রমিয়া !

অপরূপ স্বপ্ন ! এ যে আমারই ঘরে—
মোর নিত্যস্বামী ঘরে আছি নিত্যকাল !

[অকস্মাৎ পট পরিবর্ত্তন ও ওঁকারের জ্যোতিশ্চক্র মধ্যে যুগলমূর্ত্তির আভাস]

১ম মূর্ত্তি। জাগো বুকে !
তুমি আমি ছাড়া' নহি—ভিন্ন নহি কভু।

২য় মূর্ত্তি। স্বামী, 'নিত্য' তুমি ! বুকে এ যে তব 'ইচ্ছাময়ী'
—ইচ্ছামুখী নিত্যা আমি ! * * *

[পটপরিবর্ত্তনে যুগলমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া কেবল জ্যোতিশ্চক্র রূপে প্রকাশ]

২০—৬—০৮

সমাপ্ত

কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেন

বি, এল, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যবিনোদ-কৃত

গ্রন্থাবলী।

শশাঙ্কমোহন বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি—বিজয়া।

Babu Sasanka mohon Sen occupies unique and uncontested place in Bengali Literature both in Prose and Poetry and the Bengal Literary Confercace has done the right thing in selecting him President of the Literary Section this year.—Bengali.

বঙ্গদেশে বিশ্বসাহিত্যের খবর বলিতে পারেন কেবল দুইজন ব্যক্তি—অধ্যাপক ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ও শশাঙ্কমোহন সেন। প্রবাসীতে বিনয় কুমার সরকার।

সিন্ধুসঙ্গীত কাব্য—৷৷৹—অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও কবি প্রতিভার পরিচয়—কবিবর রবীন্দ্রনাথ। এই কবির মৌলিকতা, কল্পনার বৈচিত্র্য, লিখিবার শক্তি এবং ভাবুকতাও আছে—হিতবাদী।

শৈলসঙ্গীত কাব্য—১৲—সমালোচনব্রত গ্রহণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অতর্কিতে একটী রত্ন * সমস্ত শ্রম সার্থক * এতকাল পড়ি নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি। প্রতিটি কবিতা নিজস্ব, ভাবের প্রবাহবেগ এবং শব্দ বিন্যাসের সরস মাধুর্য্যে পূর্ণ—প্রবাসী। ধার্ম্মিক শিবনাথ শাস্ত্রী, ধার্ম্মিক চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত গুলিতে যে সাত্ত্বিকতার অভাব, শশাঙ্কমোহনে তাহারই স্ফুট ভাব-পরিলক্ষিত * লেখা এদেশের কোন কবিরই অযোগ্য নহে। শশাঙ্কমোহন অমর হইতে পারিবেন* এরূপ কবি বঙ্গদেশের গৌরব।—নব্যভারত।

Shindhu sangit and Saila Sangit—first rate Poetic works, simply charming by enthralling directness and Sublime haunting and noble Patriotic fervour and melody * of sturdy and robust Philosophic Optimism. Future critic will surely give them an Honoured Place in the Poetic history of Modern Bengal. Servant.

সাবিত্রী—নাট্যবাক্য—১৷৷• ভাষার সৌষ্ঠবে, ভাবের গৌরবে কাব্যখানি অতি উপাদেয় ; ৺ ষষ্ঠীশ স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। আপনার কবিত্বশক্তি ও চিন্তাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ; বঙ্গসাহিত্যে এরূপ উদ্যম বোধ করি এই প্রথম কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এরূপ গ্রন্থ যে ভাষায় রচিত হয়, সে ভাষায় গৌরবই শতগুণে বৰ্দ্ধিত হয় * যে-কোন সাহিত্যের যোগ্য—নব্যভারত। নাটকাকারে লিখিত হইলেও ইহা একখানি মহাকাব্য * শ্রেষ্ঠকাব্য হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য * বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ্—প্রতিভা। মৌলিকতা ও কবিত্ব শক্তির পরিচয়—ভারতী।

স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রেমগাথা—কাব্য—১৷•—The most beautiful Love-Story in the World—A Reader. বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য—বিজয়া।

বঙ্গবাণী—সমালোচনা—২৲—সাহিত্যিক ও কবি হিসাবে, বৰ্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে শশাঙ্কমোহনের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার বঙ্গবাণীর আবির্ভাব বঙ্গসাহিত্যে একটা বড় ঘটনা। ভূদেব, বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, দীনেশ চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নানারূপে উৎকৃষ্ট সমালোচনা করিয়া থাকিলেও, যাহাকে উচ্চঅঙ্গের সমালোচনা বলে, যাহার আবির্ভাবে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় কাব্যনাটক প্রভৃতির ন্যায় সমালোচনাও সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়াছে, যাহাতে মানবমনের পরিধি বিস্তৃত ও সাহিত্যরুচি উদার হইয়া উঠে এবং সমালোচনা মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির গৌরব লাভ করে, বাস্তবিকপক্ষে এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে তাহার অত্যন্ত অভাবই ছিল ; শশাঙ্কমোহন সে অভাব পূরণ করিলেন। যেমন ভাবের তেমন ভাষার দিক দিয়া শশাঙ্কমোহনের আরও মৌলিকতা ! রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি (বঙ্গের স্বল্পকতিপয়) ভাষাশিল্পিগণের ন্যায় শশাঙ্কমোহনের ভাষাতেও একটা গৌরবময় স্বকীয় ভঙ্গী * তাঁহার সহজলব্ধ শব্দসম্পদের বিশেষগুণ—ভাবের যত সূক্ষ্মসূত্রই হউক না কেন, তিনি ঠিক তদনুযায়ী শব্দটা বাছাইয়া লইতে পারেন * শব্দের নির্ম্মাণদক্ষতায় ও বিন্যাস কৌশলে ভাষাকে তিনি যথেচ্ছ খেলাইয়া দিতেছেন ! আমাদের বিশ্বাস, অতঃপর যাঁহারা সমালোচনা কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহারা শশাঙ্কমোহনের লেখা হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দসম্ভার ব্যবহার করিবেন। এরূপে সাহিত্যের একদিকের শব্দ যোগাইয়া বঙ্গবাণী এতদ্বিষয়ে আদিগ্রন্থের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে ; প্রতিভা। As a Literary history and exhibiting wide command of Philosophico-critical diction is unique. Servant.

মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভা—সমালোচনা—১॥৹—Is the Lecture delivered as Gopaldas Das Chowdhury Reader of Calcutta University. An attempt at studying the works of the Poet in the light of his Soul's Growth, and as such stands almost alone in the whole field of Bengal's Critical Literature * absolutely free from any personal predilictions, temperamental mannerisms and local obsessions * style is chaste, forceful, though Sanscritic, never descends into ariificial pose and is never forced ; it easily swings into dignified level of high seriousness, Servant. স্বয়ং কবি শশাঙ্ক মোহন মহাপুরুষ মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের মতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।—বঙ্গবাসী। শশাঙ্কমোহন নিজে অসাধারণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ; সুতরাং মধুসূদনের অমানুষিক কবিত্ব ও প্রতিভা তাঁহার দৃষ্টিতে যেমন সূক্ষ্মভাবে নিপতিত হইবে, তেমন আর অন্যের নিকট আশা করা যায় না। এই গ্রন্থরত্নে সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। রচনার মাধুর্য্য, বিশ্লেষণের চাতুর্য্য, গবেষণার পরাকাষ্ঠা শশাঙ্কমোহনের এই গ্রন্থে পত্রে পত্রে। যাঁহারা মধুসূদনের মধুর রস আস্বাদ চাহেন, খনিগর্ভে লুক্কায়িত মনির সন্ধান আশা করেন, কবিভাস্করের এই ভাবআলোকে তাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করুন। সমালোচনার এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। সাহিত্যসংবাদ।

বাণী ন্দির—বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে প্রদেয় বক্তৃতা। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী প্রেযন্ত্রস্থ।

প্রাপ্তিস্থান—১৫নং কলেজষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স ; অথবা, দি ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট ; অথবা বি, সি ধর এণ্ড কো, কলেজ স্কোয়ার : অথবা আমার নিকট, মণীন্দ্র বিশ্বাস সেন, বি, এ, ১৭নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা।